CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 April, 2024 ■ আগরতলা ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১০ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

আলিগড়ে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

সময় এসেছে দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে মুক্ত করার

আলিগড়, ২২ এপ্রিল (হি.স.) ।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। জনসভায় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী শ্রী অসীম অরুণ, শ্রী সন্দীপ সিং, আলিগড় লোকসভা প্রার্থী শ্রী সতীশ গৌতম এবং হাতরাস লোকসভা প্রার্থী শ্রী অনুপ বাল্মিকি এবং অন্যান্য নেতারা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১০ বছরে বিজেপি সরকারের কল্যাণমূলক কাজ এবং প্রাপ্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কংগ্রেস-সপা সহ সমগ্র ইন্ডি জোটকে তীব্রভাবে নিশানা করেছেন এবং প্রতিটি বুথে রেকর্ড ভোটে বিজেপিকে বিজয়ী করার আবেদন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন, গতবার আলিগড়ের এই ময়দানেই আমি জনগণকে সপা ও কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতি ও তোষণের কারখানা তালাবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং জনসাধারণ এত শক্তভাবে তালা দিয়েছে যে এখনও পর্যন্ত দুই শেহজাদা চাবি খুঁজে পায়নি। একটি সুন্দর ভবিষ্যত এবং বিকশিত ভারতের চাবিকাঠিও আলিগড় ও হাথরাসের মানুষের কাছে। এখন সময় এসেছে দেশকে দারিদ্র্য, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি ও দুর্নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার এবং এ জন্য আবারও প্রয়োজন মোদী সরকারের। বিজেপিকে দেওয়া প্রতিটি ভোট সরাসরি মোদীর কাছে যায় এবং জনসাধারণও বিজেপিকে পূর্ণ আশীর্বাদ দেওয়ার মনস্থির করেছে। জনগণের প্রতিটি ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতাকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে প্রতিদিন দেশের সীমান্তে হামলা হত এবং দেশের বীর সন্তানরা শহীদ হত, তাঁদের নিথর দেহ তিরঙ্গায় মোড়া অবস্থায় পৌঁছত, কিন্তু এখন সব থেমে গিয়েছে। এখন তাদের সব কামান, বন্দুক, বারুদ বিক্রি হয়ে গেছে। আগে প্রতিদিন বোমা বিস্ফোরণ হত, অযোধ্যা ও কাশী বিশ্বনাথেও বোমা বিস্ফোরণ হত, কিন্তু এখন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। আগে, ৩৭০ ধারার নামে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জম্মু ও কাশ্মীরে গর্বের সঙ্গে বাস করত এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে পাথর ছুড়ে মারা হত, কিন্তু এখন এই সব শেষ হয়ে গেছে। আলিগড়েও প্রায়শই কারফিউর খবর শোনা গেলেও এখনও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকারের অধীনে আলিগড়ের মানুষ নিরাপদ। দাঙ্গা, খুন, তোলাবাজি, গ্যাং ওয়ার, এসবই ছিল এসপি সরকারের ট্রেডমার্ক। এটাই ছিল তাঁদের পরিচয় এবং তাঁদের রাজনীতিও এটিকে ঘিরেই আবর্তিত। একটা সময় ছিল যখন আমাদের বোন-মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারত না, কিন্তু শ্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকারের আমলে অপরাধীরা কোনও নাগরিকের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার সাহস পায় না

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেছেন, কংগ্রেস এবং এসপি-র মতো দলগুলি সর্বদাই তোষণের রাজনীতি করেছে এবং মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও উন্নতির জন্য কখনও কিছু করেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেছেন, যে আলিগড়-সহ সমগ্র দেশের মুসলিম বোনেরা তিন তালাকে ভুগতেন। ভুক্তভোগীদের পাশাপাশি তাদের বাবা-মা ও ভাইরাও তাদের মেয়ে-বোনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু মোদী তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টরা জনজাতিদের কিছুই দিতে পারেনি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। কমিউনিস্টরা জনজাতিদের কিছুই দিতে পারেনি। কাজের বেলায় তারা অষ্টরম্ভা। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনে জনজাতিরা কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়নি। কমিউনিস্টরা জনজাতি অংশের মানুষকে ভোট বাক্সে পরিণত করেছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের আছে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। জনজাতিদের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তিনি তা করেও দেখিয়েছেন। সোমবার খোয়াইয়ের রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভায় নির্বাচনী জনসমাবেশে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে খুন সন্ত্রাস সহ একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করতো। কিন্তু বর্তমানে তারা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তারা বলছেন সময়ের জন্য তারা একে অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করছেন। তিনি আরো বলেন, কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু তাদের সময় নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস নির্বাচনের পরে সন্ত্রাস এবং নির্বাচন চলাকালীন সময় ও সন্ত্রাস চলতো।

কিন্তু বর্তমানে শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্যে নির্বাচন গুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন ধরনের কোন সন্ত্রাসের খবর নেই।

কমিউনিস্টদের বক্তব্য রাজ্যে জল নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট আমলে জনজীবন মিশনের আওতায় মাত্র তিন শতাংশ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা ৫৬ শতাংশ হয়েছে। তাই বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন করেছে। আগামী দিনেও আরো করবে। তাই এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহবান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তেলিয়ামুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একে বিশাল রোডশো অনুষ্ঠিত হয়। ছটখোলা গাড়িতে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন প্রদের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের এই রোডশোতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

একদিন নির্বাচনী কার্যক্রমের মধ্যেই কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যে অবহেলা বরখাস্ত কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। ২-পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রের (সংরক্ষিত) বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণের সময় কর্তব্যে অবহেলার দায়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক ও সমাহর্তা দক্ষিণ ত্রিপুরা, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পিডব্লিউডি (ন্যাশনাল হাইওয়ে) ডিভিশন গোর্খাবস্তি, আগরতলাকে, গৌতম সাহাকে (এলডিসি) চাকরি থেকে সাময়িক দরখাস্ত করার সুপারিশ করেন। গৌতম সাহা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ন্যাশনাল হাইওয়ে বাইখরা (শান্তির বাজার) ডিভিশনে, এলডিসি পদে কর্মরত। উল্লেখ্য, গত ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ ইং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ রোহিঙ্গা আটক ঃ উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ এপ্রিল ।। পাঁচজন রোহিঙ্গাকে কৈলাসহর পাইতরবাজার মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকালবেলা পাঁচ জন রোহিঙ্গা অবৈধভাবে মাগুরুলী এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতের প্রবেশ করে। এবং ওরা হায়দ্রাবাদ যাবার উদ্দেশ্যে কৈলাসহর পাইতরবাজার মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় আসে। এরপর কৈলাসহর থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং তাদেরকে আটক করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরীবের সরকার বলে বিপ্লবের কটাক্ষ

২৫ বছর বামেরা গরীবের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাদের লুট করতো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। ২৫ বছর কমিউনিস্ট গরীবদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাঁদের লুন্ঠন করত। তাই তাঁরা গরীবের দুঃখ বোঝে না। আজ কল্যাণপুর প্রমোদনগর মন্ডলের উদ্যোগে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন শ্রী দেব বলেন , সিপিএমের আমলে কল্যাণপুরে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিলেন। বহু মানুষ নির্বাচনী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একজন ও কমিউনিস্ট কর্মী রাজনৈতিক খুনের হয় নি বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আক্ষেপ, ত্রিপুরায় ৩৫ বছর কংগ্রেস ও সিপিএম বিদ্বেষের রাজনীতি করেছিল। একে অপরের শত্রু ছিল। কিন্তু আজ সেই কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার আইপিএফটি , তিপরা মথা, টিএসইউ সহ অন্যান্য বিরোধী দল কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে ছিল।তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিটফান্ড নিয়ে বামেদের বিঁধলেন বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। রাজ্যের বুকে ঘটে যাওয়া চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে বিক্ষোভ মন্তব্য করলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন ইতিমধ্যেই পূর্ব ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনসভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার, জিতেন্দ্র চৌধুরী রোজভ্যালী, বিভিন্ন চিটফান্ডের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। এদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এর উত্তর দিলেন প্রদেশ মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, চিটফান্ডের নামে সাধারণ নাগরিকদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করেছে। এরই যোগ্য জবাব দিয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। তাই ২০১৮ সালের আর বামফ্রন্ট সরকার গড়তে পারেনি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে এই রাজ্যে দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তদানীন্তন মন্ত্রী বিধায়কদের মধ্যেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের থেকে অর্থ আদায় করে নিজেদের বাড়িঘর মেরামতে ব্যস্ত থাকতেন নেতা-মন্ত্রীরা।

কিন্তু সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকার রাজার সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে। তিনি বলেন বিজেপি সরকার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বেকার এবং মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে লোন নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পুরুষদের পাশাপাশি এখন মহিলারাও বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে। আরো বলেন, সম্প্রতি সংসদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন চিত্তরঞ্জন দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। চিত্তরঞ্জন দেববর্মাকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে পদশ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মাকে আধ্যাত্মবাদের জন্য এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

উল্লেখ্য, বিখ্যাত হিন্দু আধ্যাত্মিক চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা (চিত্ত মহারাজ) চম্পক নগরের সদর দফতর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে "শান্তি কালী আশ্রম" স্থাপন করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। শান্তি কালী নামটি বিখ্যাত হিন্দু উপজাতি সাধক শান্তি কুমার ত্রিপুরার নাম থেকে নেওয়া হয়েছে যিনি ১৯৯৯ সালে নিষিদ্ধ এনএলএফটি জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় চিত্ত মহারাজ হিন্দু ধর্মের বার্তা প্রচারে এবং আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিবের পরিচয় দিয়ে প্রতারণা জালে প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিবের পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করতে গিয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের জালে যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিবের পরিচয় দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ব্যক্তিদের ফোন করেছিল পলাশ ব্যানার্জী নামে এক যুবক। তাঁদের কাছ থেকে সে মোবাইল এবং বিভিন্ন জিনিস প্রতারণা করে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।পরবর্তী সময়ে পশ্চিম আগরতলা থানার লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। আজ তাকে বিদূরকর্তা চৌমুহনী এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পশ্চিম আসনে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়ে কমিশনে চিঠি বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে এবং ৭ রামনগর বিধানসভা আসনে গত ১৯ এপ্রিল নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। এই নির্বাচনে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রকাশিত তথ্যের উপর প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

এ চিঠিতে ভোটের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কমিউনিস্ট পার্টি। উল্লেখ করেছেন নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৪নং ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ভোটার ৫৪৫ জন। পোল্ড পোলিং স্টেশন ৫৬৬, পোস্টাল হোম ভোট ৩, ইডিসি ভোট ৫। মোট পোল্ড ভোট ৫৭৪(১০৫.৩৩)।

খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৪ নং ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ভোটার ১২৯০, ভোটকেন্দ্রে ভোট পড়েছে ১২৭৯। পোস্টাল ভোট চারটে, এইজড হোম ভোট একটি, পি ডাব্লিউ ডি ভোট তিনটি, ইডিসি মোট পাঁচটি। অর্থাৎ মোট ভোট পড়েছে ১২৯২(১০০.১৫)।

হয় পুর বিধানসভার ২৫ নং ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ভোটার ৮৪০ জন। পোলিং স্টেশনে ভোট পড়েছে ৮২০ টি। এইচজড হোম ভোট চারটি, পিডব্লিউডি ভোট একটি এবং ইডিসি ভোট ৫ টি। মোট ভোট পড়েছে ৮৩০ (৯৮.৮৩)।

একইভাবে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্র ৩৮ নং ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী। টোটাল ভোটার ৪৫১ এবং পোলিং স্টেশনে ভোট পড়েছে ৪৯২। অর্থাৎ ১০৯.০৯। উপরোক্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে সিপিএম রাজ্য কমিটি এবং ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। তারা উল্লেখ করেন উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যেকোনো বিধানসভায় এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট হয়নি। ভোট শতাংশের গড়মিল তাই প্রকাশ করছে। উপরোক্ত তথ্যকে গুরুত্ব সহকারে দেখে পুনরায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বামফ্রন্ট।

পূর্বে পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সোমবার থেকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। এদিন আগরতলা শিশু বিহার স্কুলে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন আবেদনের ভিত্তিতে তাঁরা আজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের অন্তর্গত মহকুমা সদরগুলিতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ চলছে।আজ সাংবাদিক সহ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সাথে যুক্তরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

আগামী ৫ দিন তীব্র দাবদাহের সতর্ক বার্তা জারি হওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। আগামী পাঁচ দিন তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আজ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ দিন ত্রিপুরায় অনেক জায়গায় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৬০ কিমি সীমান্ত এলাকা উন্মুক্ত

অনুপ্রবেশ ও পাচার বাণিজ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন বিএসএফ ঃ আইজি পীযুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। পার্বতী ত্রিপুরায় এখনো ৬০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা উন্মুক্ত রয়েছে। ফলে, অনুপ্রবেশ এবং পাচার বাণিজ্য বিএসএফের সব চেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ হিসেবে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আজ সোমবার বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্যাটেল পীযূষ পুরুংষোত্তম দাস সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন, আগামী ১ বছরের মধ্যে উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব হবে। এদিন তিনি ত্রিপুরায় বিএসএফের ধারাবাহিক সাফল্যের

বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ৮৫৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত এলাকা দিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিএসএফ দিনরাত খেটে চলেছে। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাফল্যের খতিয়ান দিয়েছেন তিনি।

তাঁর দাবি, ওই সময়ের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী সংগঠন এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠীর ১৮ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ৯৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। এ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ১৯১ ■ ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১০ বৈশাখ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তান ক্ষমা চাক দাবি বাংলাদেশের

পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে দি পাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড় করিবার নানা প্রয়াস গ্রহণ করিলেও বাংলাদেশ সরকার তাহাদের চক্রান্তে কোনোভাবেই নিজেদেরকে জড়াইতে রাজি নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বি পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করিতে হইলে পাকিস্তান সরকারকে প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সেনা হত্যার দায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাইতে হইবে বলিয়া বাংলাদেশের তরফ হইতে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান যে অনস্বীকার্য তাহা পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের তরফ হইতে আবারও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকায় পাক হাই কমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের সঙ্গে দেখা করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী হাসান মাহমুদ।একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে খান সেনাদের জঘন্য রূপের কথা ভুলিতে পারেন না বাংলাদেশবাসী। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকারদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দিয়াছে শেখ হাসিনা প্রশাসন। তবে এর জন্য পাকিস্তান কখনও অনুতাপ প্রকাশ করেনি। এবার বাংলাদেশের পাক হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়া পাকিস্তানকে এর জন্য সরাসরি ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলিলেন বিদেশমন্ত্রী হাসান মাহমুদ। বলিলেন, মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাকারী পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে

হইবে। পাকিস্তানের হাই কমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন হাসান মাহমুদ। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করিবার লক্ষ্যে দুজনের কথাবার্তা হয় বলিয়া খবর। আর সেখানেই সরাসরি পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী।হাসান মাহমুদ প্রথমবারের জন্য সৈয়দ আহমেদ মারুফের সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের সাক্ষাৎকালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, কৃষি, জনসংযোগ সম্পর্ক দৃঢ় করা নিয়া কথা হইয়াছে। এ নিয়া পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হইয়া হাসান মাহমুদ বলেন, ""১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়া স্বাভাবিকভাবেই কথা হইয়াছে। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বলিয়াছি।"" জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এবার পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলিয়াছে বাংলাদেশ।আসলে বাংলাদেশের হাসিনা সরকার বরাবর ভারত-বন্ধু। যাহা পাকিস্তান ও চিনের না-পসন্দ। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বে বারবার ফাটল ধরাইতে চায় তারা। বাংলাদেশ নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে ভারত পাশে ছিল বলিয়াই সুষ্ঠু, অবাধ ভোট হইতে পারিয়াছে সেখানে। ফলে নয়াদিল্লির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার চাপ রহিয়াছে ঢাকার। সবমিলাইয়া দিল্লিকেও বার্তা দিয়া পাকিস্তানের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করিল ঢাকা, এমনই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

দাবায় ইতিহাস ভারতীয়ের, বিশ্বজয়ীকে চ্যালেঞ্জের যোগ্যতা অর্জন গুকেশের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্ব দাবায় ইতিহাস সৃষ্টি ভারতীয়ের। ১৭ বছরের গুকেশ ডোম্মারাজু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তিনিই বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। কানাডার টরন্টোয় ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন গুকেশ।

১৪ রাউন্ডের প্রতিযোগিতার পর ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে চ্যাম্পিয়ন হন গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে এই বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জ জানাবেন তিনি। শেষ রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে গুকেশ ড্র করেন আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে। ফ্যাবিয়ানো করুয়ানা এবং ইয়ান নেপমনিয়াচির ম্যাচ ড্র হওয়ার ফলে গুকেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ড্র-ই দরকার ছিল। গুকেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই টরন্টোর গ্রেট হলে সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানান।

চিনের লিরেনকে হারাতে পারলে কনিষ্ঠতম হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবেন গুকেশ। এই রেকর্ড রয়েছে ম্যাগনাস কার্লসেন এবং গ্যারি কাসপরভের। দু'জনেই ২২ বছর বয়সে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গুকেশ বলেন, "ভাল লাগছে, স্বস্তি লাগছে।"

অস্বস্তিকর গরম থেকে এখনই নিস্তার নেই, দাবদাহ থেকে দু'দিন রেহাই কলকাতায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ঘাম ঝরানো অস্বস্তিকর গরম থেকে এখনই রেহাই পাবে না দক্ষিণবঙ্গ। তবে, কলকাতা এবং হাওড়ায় আগামী দু'দিন তাপপ্রবাহ হবে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে গরমের অস্বস্তি বজায় থাকবে। এ ছাড়া, দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে অবশ্য সারা সপ্তাহ ধরেই তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তিন জেলা তাপপ্রবাহের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে বুধবার থেকে। শুক্রবার পর্যন্ত মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জেলায় জেলায় মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। দু'দিনের জন্য সর্বত্রই তাপমাত্রা দেড় থেকে দুই ডিগ্রি কমবে। যদিও তাতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন হবে না।

কলকাতা, হাওড়া ছাড়া বাকি অংশে তাপপ্রবাহ চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। গরমের দাপটে তার প্রভাব পড়বে না। গরমের এই 'স্পেল' আরও দীর্ঘ হবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা। আপাতত কোথাও স্বস্তিদায়ক বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

বজায় থাকবে গরমের দাপট, জীবন অতিষ্ঠ করছে উপর্যুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): স্বস্তির বৃষ্টির আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই, গরমের দহনজ্বালা অব্যাহত থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আর এই গরমের মধ্যে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে উপর্যুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট। ঝলসানো গরমে এমনিতেই অবস্থা কাহিল, তার উপর বাড়ছে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ।

যদিও সিইএসসি-র তরফে দাবি করা হয়েছে, অনুমোদনহীন এসি-র অতিরিক্ত লোডের কারণে কলকাতা সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত দু'-একটি ওভারলোডিংয়ের ঘটনা ঘটছে। শহরতলিতে তো আরও খারাপ অবস্থা। গরম থেকে রেহাই পেতে বহু মানুষ এসি কিনেছেন, কিন্তু কম ভোল্টেজের কারণে এসি চালাতেই পারছেন না। কোথাও কোথাও লাইট জ্বলছে টিমটিম করে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এসি কেনার পর বিদ্যুৎ অফিসে জানানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভোল্টেজ বৃদ্ধির জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।দাবায় ইতিহাস ভারতীয়ের, বিশ্বজয়ীকে চ্যালেঞ্জের যোগ্যতা অর্জন গুকেশের

পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকলে কী হতো?

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

আহ্নিক গতি মানে নিজ অক্ষের ওপরে পৃথিবীর ঘূর্ণন। পৃথিবীসহ সৌরজগতের ৮টি গ্রহ তো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছেই। সেই সঙ্গে সবগুলো গ্রহ নিজেদের অক্ষের ওপরও ঘুরছে লাটিমের মতো। কিন্তু কেমন হতো, যদি পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপরে স্থির থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করত? পৃথিবীর প্রাণ বৈচিত্র্যে কি পরিবর্তন আসত? আদৌ কি প্রাণ টিকে থাকতে পারত পৃথিবীতে?

পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় নিজ অক্ষের ওপরে একবার ঘুরছে। আর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে ৩৬৫ দিনে। নিজ অক্ষের ওপরে পৃথিবীর ঘুর্ণনের কারণেই দিন আসে, নামে রাত। দেখতে পাই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। ঋতুর পালাবদল আসে পৃথিবীতে।

পৃথিবীর এই ঘূর্ণন না হলে বছরের অর্ধেকটা সময় থাকত দিন, বাকি অর্ধেকটা রাত। বিষয়টা যে ঝামেলার, তা আর বলতে! এমনটা মহাবিশ্বে সাধারণত হয় না। সামান্য হলেও বস্তু তার নিজ অক্ষের ওপরে ঘূর্ণায়মান থাকে। এর কাছাকাছি যে বিষয়টি হয়, তার নাম 'টাইডাল লকিং'। আহ্নিক গতি না থাকলে যতটা সমস্যা হতো, তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা হতো পৃথিবী যদি সূর্যের সঙ্গে 'টাইডালি লকড' অবস্থায় থাকত। কোনো বস্তুর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি যখন সমান হয়, তখন ওই বস্তুটি কেন্দ্রে থাকা বস্তুর সঙ্গে 'টাইডালি লকড' অবস্থায় থাকে। যেমনটা চাঁদের বেলায় আমরা দেখি।

চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যতটা সময় নেয়, ঠিক ততটাই সময় নেয় নিজ অক্ষের ওপর একবার নিজের ঘূর্ণনটা সেরে নিতে। ফলে আমরা পৃথিবী থেকে সবসময় চাঁদের একটি পিঠ দেখতে পাই। অন্য পিঠটা ঢাকা থাকা নিকশ আঁধারে। এবার পৃথিবীর কথায় আবার ফেরা যাক।

পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে টাইডালি লকড অবস্থায় থাকলে পৃথিবীর অর্ধেকটা সবসময় সূর্যের দিকে থাকত। বাকি অর্ধেকটা থাকত অন্ধকারে। এর মানে হলো, পৃথিবীর অর্ধেকে থাকত চিরস্থায়ী দিন, অন্যদিকে থাকতো আঁধারে ঢাকা সীমাহীন রাত। সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হতো এই দিন ও রাতের মধ্যবর্তী স্থানে। আসুন, অদ্ভুত সেই পৃথিবী থেকে একবার ঘুরে আসি।

আলো-আঁধার, অর্থাৎ দিন ও রাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় টার্মিনেটর লাইন। টাইডাল লক অবস্থায় থাকা পৃথিবীর এটাই হতো একমাত্র অঞ্চল, যেখানে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতো। অনেকটা সৌরজগতের গোল্ডিলকস জোনের মতো। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এই টার্মিনেটর লাইনের প্রশস্ততা হতো প্রায় ৬০ কিলোমিটারের মতো। যেমনটা এখন প্রতিদিনই পৃথিবীর নানা জায়গায় হয়। পার্থক্য হতো, সে সময় এই টার্মিনেটর লাইনটা হতো স্থির ও চিরস্থায়ী। যারা ঢাকার জনসংখ্যার ভীড় দেখে আঁতকে ওঠেন, তারা ওই জায়গায় মানুষের ভীড় কেমন হতো, তা হয়তো কল্পনা করতে পারছেন। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। সবমিলিয়ে, প্রায় ২৪ লাখ বর্গকিলোমিটার। প্রায় ১৬টা বাংলাদেশের সমান। এটুকু জায়গায় পৃথিবীর সব মানুষের বাসস্থান, কর্মস্থল, বিনোদন কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র চিকিৎসা কেন্দ্র সবকিছু। আর হ্যাঁ, পুরো জায়গাটা সমতল ভুমি হলেই কেবল পুরোটুকু ব্যবহার করা যাবে। মাঝে সমুদ্র বা পাহাড় থাকলে জায়গা যাবে কমে।

এই অল্প জায়গার বাইরে গ্রহের অন্য কোনো জায়গা বসবাস উপযোগী হবে কি না, তা নির্ভর করবে বায়ুমণ্ডলের তাপ পরিবহন ক্ষমতার ওপর। যদি দুই গোলার্ধেই যথেষ্ট শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ থাকে, তবে একদিক থেকে গরম বাতাস আর অন্যদিক থেকে ঠান্ডা বাতাস চলাচল করতে পারে। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এখনকার মতো হলে, কিছু মেঘ দেখা দিতে পারে দিনের আকাশেও। সেক্ষেত্রে কিছুটা তাপমাত্রা কমত এ অংশে। অনেকটা এখনকার ক্রান্তীয় অঞ্চলের মতো তাপমাত্রা বিরাজ করত এই পুরোটা গোলার্ধে।

মানুষের জীবন ধারণ করা বেশ চ্যালঞ্জিং হতো টাইডালি লকড পৃথিবীতে। তাপমাত্রার সামান্য পার্থক্যের কারণেই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বড় পরিবর্তন হয়। ফলাফল, ঘূর্ণিঝড়, হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বৈরি সেই পৃথিবীতে এখনকার চেয়ে শত শত গুণ শক্তিশালী ঝড় দেখা যেত হরহামেশাই।

বেঁচে থাকার জন্য সেই পৃথিবীতে যে জিনিসটি পাওয়া সবচেয়ে কঠিন হতো, তা হচ্ছে সুপেয় তরল পানি। খুব সৌভাগ্যবান হলে দিনের দিকটার কিছু অংশে হয়তো পাওয়া যেত তরল পানি। কিন্তু সেটা যথেষ্ট হতো না। অন্যদিকে অন্ধকার আকাশের নিচে তাপমাত্রা না থাকায় সব পানি জমে বরফে রূপ নিত। দিনের দিকটার বেশিরভাগ জল বাষ্প হয়ে মিশে যেত বায়ুমণ্ডলে। তারপর বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে এসব জলের কণা এসে ঠাঁই নিত কম তাপমাত্রার অঞ্চল, অর্থাৎ রাতের অংশে। পরে আবার ফিরে আসত দিনের অংশে। বায়ু ও জল প্রবাহের অদ্ভুত এক চক্র চলত পৃথিবীজুড়ে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পানির জন্য হয়তো অন্ধকার অংশে স্থাপন করতে হতো ফ্যাক্টরি, সেটা উজ্জ্বল অংশের তাপ ব্যবহার করে বরফ গলিয়ে সরবরাহ করত তরল পানি। অথবা দিনের দিকটা থেকে জলীয়বাষ্পের মেঘ ধরে সেটাকে তরল পানিতে পরিণত করার যেত।

অদ্ভুত সেই পৃথিবীতে যে জিনিসটা মানুষের হাতে পর্যাপ্ত থাকত, সেটা সূর্যের আলো। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সভ্যতার উন্নয়ন করা তুলনামূলক সহজ হতো। তবে এই সৌরশক্তিকে ধরতে হলে সৌরকোষগুলোর প্রচুর তাপশক্তি সহ্য করার ক্ষমতা প্রয়োজন। সেভাবেই তৈরি করতে হতো ওগুলোকে। সেটা কতটা সম্ভব হতো, তা প্রযুক্তিগত প্রশ্ন। আজ সে আলোচনা থাকুক। প্রসঙ্গে ফিরি। দিনের অংশে সর্বনিম্ন প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করত। সঙ্গে থাকত ধুলিময় বাতাস। ফলে সৌর প্যানেলের কর্মক্ষমতা নেমে আসত প্রায় ৫০ শতাংশে। তবে এই উচ্চ তাপমাত্রা কাজে লাগিয়ে আরেকভাবেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত। যাকে বলে থার্মোইলেকট্রিক প্রযুক্তি। যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোক না কেন, তা দিয়ে ভারী কাজ করা হতো কঠিন।

চরম আবহাওয়ার পৃথিবীতে মানুষ টিকে থাকতে পারলেও মারাত্মক সমস্যা হতো প্রাণী এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের জীবন ধারণে। জীবজগৎ হয়তো এখানকার এত বৈচিত্রময় হতো না।

এ ছাড়া পৃথিবীর উজ্জ্বল অংশে সূর্য ছাড়া অন্যকোনো মহাজাগতিক বস্তু দেখা সম্ভব হতো না। ফলে, মহাকাশ নিয়ে মানুষের কৌতুল কতটা তৈরি হতো, সে আরেক প্রশ্ন। দার্শনিক প্রশ্ন। ওতে আর না যাই আপাতত।

মোটের ওপর পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে টাইডালি লকড অবস্থায় থাকলে, অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনেক কম হলে জীবন টিকে থাকতে পারত। ভূ-পৃষ্ঠে জীবন ধারণ কষ্ট হলে বাস করা যেত ভূ-গর্ভেও। এমনটাই মনে করেন অনেকে। জীবন ও প্রকৃতি সেক্ষেত্রে হতো পুরোপুরি ভিন্ন।

এবার কল্পনা করুন তো, আহ্নিক গতি না থাকা বা কম হওয়ার চেয়ে যদি অনেক বেশি হতো, সেক্ষেত্রে কী হতো? এমন যদি হতো''র পরের কোনো পর্বের জন্য তোলা রইল সেই গল্পটা। তার আগে, আপাতত ভাবতে থাকুন। দেখুন তো, ভেবে আসলেই বের করতে পারেন কি না!

বিবেকানন্দকে নিজের স্কুলের চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর

বিশেষ প্রতিবেদন।। 'নরেন জগৎ মাতাবে।' বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল তা তো সকলেরই জানা। ১৮৯৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রথম ধর্ম মহাসভায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ বিশ্বজয় করেছিল মুহূর্তে। করতালির ধ্বনি চিহ্নিত করে দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব। সেই মহামানবের মহাপ্রয়াণের পরে কেটে গিয়েছে এক শতাব্দীরও বেশি সময়। তবুও তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা একই রকম ভাবে এই সভ্যতার কাছে এক পরম পাথেয় হয়ে রয়েছে। থাকবে সভ্যতার শেষতম দিনটিতেও। অথচ ভাবলে অবাক লাগে এহেন বিশ্বজয়ী মানুষও একদিন কলকাতার রাস্তায় ক্লান্ত, পরাজিত, ম্লানমুখে ঘুরে বেরিয়েছেন!

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলায় জন্ম নিয়েছিল যে ছেলেটি, ছোট থেকেই তার যুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গমতা সকলকে মুগ্ধ করত। কিন্তু এত মেধা আর সম্ভাবনা নিয়েও সদ্য স্নাতক নরেনকে পড়তে হয়েছিল অকূল পাথারে। বাবা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার সামনে পড়তে হয়েছিল তাঁদের পরিবারকে। মা ও ভাইবোনদের গ্রাসাচ্ছেদনের ব্যবস্থা করতে একটা চাকরি তাই একান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল। বি এল পড়া থামিয়ে চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বছর একুশের নরেন। কিন্তু চাইলেই চাকরি দেয় কে? সেই সময়ও চাকরির বাজার ছিল প্রবল প্রতিযোগিতার। আর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন নরেন। আগামী দিনে গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবেন যিনি, তাঁর চোখের সামনেই তখন গন্তব্যহীনতার অন্ধকার।

একদিকে রোজকার ডাল-ভাত, অন্যদিকে বাবার রেখে যাওয়া দেনা। দুইয়ের ধাক্কার পাশাপাশি আরেক বিপদ ঘরছাড়া হওয়া। বাবার এক কাকার করা মামলায় বাড়ি ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। কাজেই চাকরি একটা না হলেই নয়। এই তখনকার পরিস্থিতি।

এই অবস্থায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বউবাজার শাখায় হেডমাস্টারি করার সুযোগ তাই নরেনের কাছে ঠিক কেমন ছিল তা বলাই বাহুল্য। তার আগে বহু অফিসে আবেদন করেও ফিরতে হয়েছে রিক্ত হাতে। রোজগারের তাড়নায় ইংরেজি বই অনুবাদও করতে হচ্ছিল। সেটা ১৮৮৪ সাল। পরবর্তী সময়ে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামের এক মহাগ্রন্থ রচনা করে যিনি অমরত্ব লাভ করবেন, সেই 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর চেষ্টায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরিটি পেয়ে গেলেন যুবক নরেন। শ্রীম নিজেও ছিলেন ওই স্কুলের অন্য এক শাখার হেডমাস্টার। সদই নরেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। ১৮৮১ সালের নভেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল নরেনের। প্রথমে সিমলায় বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। পরে দক্ষিণেশ্বরে। অচেনা ছেলেটির প্রতি প্রথম থেকেই আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর কণ্ঠে 'মন চল নিজ নিকেতনে' শোনার পরে যে মুগ্ধতার সূচনা। নরেন তখন ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর। কিন্তু ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবার প্রয়াণে সংসারচিন্তায় বিঘ্ন ঘটল তাঁর সেই আধ্যাত্মিক চিন্তায়। দিন গুজরানই তখন বড় বালাই। মেট্রোপলিটনের চাকরি যেন সেই বিপদের মুখে বড় আশ্বাস হয়ে দেখা দিল। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে নরেনের সুদিন এতেও ফেরেনি। কেননা চাকরিটা বেশিদিন টেকেনি। ফের কর্মহীন হতে হয়েছিল তাঁকে। আসলে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরেক মহামানবের নাম। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উজ্জ্বল চোখের যুবক নরেনকে তাঁর বেশ পছন্দই ছিল বলে জানা যায়। সেই তিনিই জানিয়ে দিলেন, "নরেনকে বলে দিও ওকে আর আসতে হবে না।" কিন্তু কেন? কী কারণে আচমকাই এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর?

ঠিক কী হয়েছিল তা নিয়ে নানা মত আছে। একটা মত বলছে, বরখাস্ত করা হয়নি বিবেকোনন্দকে। স্কুলের সেক্রেটারি সূর্যকুমার অধিকারীর চাপে পড়ে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কেননা পারিবারিক যে মামলা মোকদ্দমার কথা আগেই বলা হয়েছে, তার ধাক্কায় মাঝেমধ্যেই আদালতে ছুটতে হত নরেনকে। এই অনিয়মিত হয়ে পড়ার কারণেই নাকি তিনি চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ তথা বিদ্যাসাগরের। আর তাই অচিরেই শ্বশুরমশাইয়ের অনুমতি নিয়েই প্রধান শিক্ষককে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেন সূর্যকুমার। এই ঘটনারই আরেকটি রূপ রয়েছে। এমনও জানা যায়, নতুন শিক্ষক স্কুলে এসে পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের গানবাজনা শেখা কিংবা খেলাধুলো করারও উৎসাহ দিতেন। এটা মোটেই ভালভাবে নেননি সূর্যকুমার। ফলে অচিরেই তিনি শ্বশুরমশাইয়ের কানভারী করেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর পেটের অসুখে জেরবারও ছিলেন। মনটা ছিল অপ্রসন্ন। নিজের বক্তব্যকে মজবুত করতে স্কুলের ছাত্রদের দিয়েও সাক্ষ্য দিইয়েছিলেন সেক্রেটারি। এসব শুনতে শুনতেই নাকি বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর সিদ্ধান্ত নেন, নরেনকে আর স্কুলে রাখার মানে হয় না।

ঠিক যাই ঘটে থাকুক, বিদ্যাসাগরের স্কুলে মাসখানেকের বেশি থাকা হয়নি বিবেকানন্দের। আর এটা বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না। তিনি সেভাবে যাচাই না করেই সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন নরেনের প্রস্থানে। এই কারণেই সম্ভবত দু'জনের মধ্যে কোনও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। যদিও বিদ্যাসাগরের বিপুল প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। তবু শ্রীম'র সঙ্গে তাঁর কথোপথনের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে বোঝাই যায়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা ছিল বিবেকানন্দের। যাই হোক, জীবন সেই সময় এক বিরাট পরীক্ষা নিয়েছিল নরেনের। মনোবল হারাতে থাকা বন্ধুকে সুরা ও নারীর ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল বন্ধুরা। এক বাগানবাড়িতে দেহপসারিণী রমণীকে প্রশ্নবাণে বেসামাল করে দিয়েছিলেন নরেন। তাঁর দরদী প্রশ্নমালার সামনে পড়ে কার্যতই পিঠটান দিতে হয়েছিল সেই মহিলাকে। বন্ধুদের 'উদ্দেশ্য' সফল হয়নি। নিজের ব্যক্তিত্বের আঁচে অন্তরাত্মাকে একই রকম আলোকিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এর পরের কাহিনি আমরা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গোটা দুনিয়ার সামনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল বিদেশের মাটিতে, মহা সমারোহে। স্বল্পায়ু জীবনে কর্মযোগী এক মহাত্মার সাফল্য আজও সভ্যতাকে প্রেরণা জোগায়। কিন্তু সেই সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল অনেক আগে। পিতার অকালমৃত্যুর ধাক্কায় ভেসে যাওয়া সংসার সাম্পানকে ডুবতে না দেওয়ার জেদ সেদিন যুবক নরেনকে শিখিয়েছিল জীবনের মূলমন্ত্র। সেই লড়াইয়ের কাহিনিও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

যন্তর-মন্তর ও ভেইনু বাপ্পু মানমন্দির

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিক

যন্তর-মন্তর ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক মানমন্দির। মোগল সাম্রাজের শেষের দিকে ১৭২৪ থেকে ১৭৩৪ সাল১০ বছরের মধ্যে জয়পুরের মহারাজা সোয়াই দ্বিতীয় জয় সিং ভারতের বিভিন্ন স্থানে যন্তর-মন্তর নামের বেশ কয়েকটি মানমন্দির স্থাপন করেন। এগুলোর মধ্যে দিল্লি, জয়পুর ও উজ্জয়িনী মানমন্দিরের অবস্থা মোটামুটি ভালো। এসব মানমন্দিরে ইটের তৈরি বিশাল সূর্যঘড়ি, আস্তারলাব ও বিভিন্ন ধরনের কোণ পরিমাপক যন্ত্র ছিল। তবে ছিল না কোনো দুরবিন। বর্তমানে এসব মানমন্দিরে কোনো গবেষণা হয় না। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

জয় সিং জন্মগ্রহণ করেন নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের ১ বছর আগে ১৬৮৬ সালে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি অম্বর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ভীষণ আগ্রহ ছিল আরব ও পারস্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি। একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানেও।

জয় সিংয়ের রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত জগন্নাথেরও আরবি ও ফারসিতে ভালো দখল ছিল। আরবি থেকে সংস্কৃতে তিনি অনুবাদ করেন রেখাগণিত ও সিদ্ধান্ত সম্রাট। প্রণয়ন করেন তারা-সারণি 'জিজ-ই-মুহাম্মদ শাহি'। এটি উতর্গ করেন ততালীন ভারতের সুলতান মোহাম্মদ শাহকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি এবং অনুসারী ছিলেন অ্যারিস্টটল-টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদে। ফলে শতচেষ্টা করেও তিনি এ থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি।

ভারতবর্ষের একমাত্র ধূমকেতু আবিষ্কারক হিসেবে ভেইনু বাপ্পুর (১৯২৭-১৯৮২) নাম স্মরণযোগ্য। জয় সিং মৃত্যুবরণ করেন ১৭৪৩ সালে, কোপার্নিকাসের মৃত্যুর ঠিক ২০০ বছর পর। যন্তর-মন্তরের প্রায় ৬৮ বছর পর ১৭৯২ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক 'মাদ্রাজ মানমন্দির'। এটি আবার ১৮৯৯ সালে কোদাইকানালে স্থানান্তরিত হয়। এর নতুন নামকরণ হয় 'কোদাইকানাল সোলার মানমন্দির'। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেসকো) যন্তর-মন্তরকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বা ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভেইনু বাপ্পু মানমন্দির' ভারতবর্ষের সর্বাধুনিক মানমন্দির। এটি স্থাপিত হয় ১৯৮৬ সালে। ভারতের তামিলনাড়ু জেলার কাভালুর গ্রামের জাভাদি পাহাড়ের ওপরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭২৫ মিটার উচ্চতায়। এটি বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিকস'—এর নিজস্ব একটি মানমন্দির। ভেইনু বাপ্পু মানমন্দিরের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৮ সালে। প্রথম দিকে এর নাম ছিল কাভালুর মানমন্দির। এর সর্ববৃহৎ প্রতিফলক দুরবিনের ব্যাস ৯৩ ইঞ্চি (২ দশমিক ৩ মিটার)। দুরবিনটি স্থাপনের পেছনে ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেইনু বাপ্পুর অবদান ছিল অপরিসীম। এ ছাড়া ৪০ ইঞ্চি, ৩০ ইঞ্চি, ২৪ ইঞ্চি প্রভৃতি ব্যাসের বেশ কয়েকটি দুরবিন রয়েছে। এগুলো গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। শুধু দর্শকের জন্য রাখা আছে ৬ ইঞ্চি পরিসরের দুটি দুরবিন। ৪০ ইঞ্চি দুরবিন দিয়ে ১৯৭৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কুপ্পস্বামী ইউরেনাস গ্রহের বলয় আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া ১৯৮৮ সালে আবিষ্কৃত হয় একটি গ্রহাণু। গ্রহাণুটির নাম '৪১৩০ রামানুজন'। এটি প্রখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে। ভেইনু বাপ্পুর সঙ্গে আমাদের রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ভারতবর্ষের একমাত্র ধূমকেতু আবিষ্কারক হিসেবে ভেইনু বাপ্পুর (১৯২৭-১৯৮২) নাম স্মরণযোগ্য। ১৯৪৮ সালের কথা। অবসান ঘটেছে ব্রিটিশ শাসনের। বাপ্পু মাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বাবা অন্ধ্র প্রদেশের নিজামিয়া মানমন্দিরের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বাবার দেখাদেখি তিনিও বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন। একদিন কাকতালীয়ভাবে ঘটে সেই সুযোগ। যখন যুক্তরাষ্ট্রের বরেণ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের পরিচালক হার্লো শার্পলি হায়দরাবাদে আসেন। শার্পলির সঙ্গে দেখা করতে হায়দরাবাদের হোটেলে যান বাপ্পু। এরপর বাপ্পুকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি হায়দরাবাদ সরকারের বৃত্তি নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর পিএইচডি করতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যৌথভাবে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। ধূমকেতুটির নাম 'বাপ্পু-বক-নিউকির্ক'। এই আবিষ্কারের জন্য বাপ্পুকে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব দ্য প্যাসিফিক 'ডোনোহো পদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। এ ছাড়া ১৯৫৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ওলিন উইলসনের সঙ্গে যৌথভাবে আবিষ্কার করেন 'উইলসন-বাপ্পু ইফেক্ট'। এই মৌলিক আবিষ্কারটি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমেরিকায় অবস্থানকালে পালোমার পর্বত মানমন্দিরের ২০০ ইঞ্চি দুরবিন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল তাঁর।

১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়নের (আইএইউ) সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বছর তিনি আইএইউর সহসভাপতি ছিলেন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ১৯৮২ সালে বাপ্পু মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার একজন সফল উদ্যোক্তা এবং মানমন্দিরটির স্বপ্নদ্রষ্টা। মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণেই এর নামকরণ হয় 'ভেইনু বাপ্পু মানমন্দির'। ১৯৮৬ সালে ততালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মানমন্দিরটি উদ্বোধন করেন। ভেইনু বাপ্পুর সঙ্গে আমাদের রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কটি হলো রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দির থেকে প্রেরিত দুরবিনটি কাভালুর মানমন্দিরের সামনে আরেকটি ছোট মানমন্দির তৈরি করে ঐতিহাসিক মর্যাদায় 'বাপ্পুচন্দ্র মানমন্দির' নামে স্থাপন করা হয়েছে। পরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এটি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে কাটিহার ও উদয়পুর সিটির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিল, ২০২৪: গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উদয়পুর সিটি ও কাটিহারের মধ্যে সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সামার স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৩/০৯৬২৪ (উদয়পুর সিটি — কাটিহার — উদয়পুর সিটি) উভয় দিক থেকে দশটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৩ (উদয়পুর সিটি - কাটিহার) ২৩ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার উদয়পুর সিটি থেকে ১৬.০৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০২.৪৫ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৬২৪ (কাটিহার — উদয়পুর সিটি) ২৫ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কাটিহার থেকে ১৫.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ৪.১৫ ঘন্টায় উদয়পুর সিটি পৌঁছবে।

এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসি-২ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ থাকবে। যাত্রার উভয় পথে চন্দেরিয়া, জয়পুর জং., ভরতপুর জং., আগ্রা ক্যান্ট., ইটাওয়া জং., প্রয়াগরাজ জং., আরা জং., পাটলিপুত্র জং., বারাউনি জং., খগড়িয়া জং., নাউগাছিয়া ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে ও টিকিট উপলব্ধ থাকবে। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু উত্তরাখণ্ড সরকারের, বিপুল ভক্তের আগমণের প্রত্যাশায় ধামি

দেহরাদুন, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ১০ মে শুরু হচ্ছে এ বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, ১০ মে থেকে চারধাম যাত্রা শুরু হতে চলেছে, সে জন্য সরকার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্য সরকারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলেই প্রথম পাঁচ দিনে ১১ লক্ষেরও বেশি ভক্ত চারধাম যাত্রার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এই সংখ্যাটি আগামী সময়ে দ্রুত বাড়বে।

উল্লেখ্য, এবারের চারধাম যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ মে। ওই দিনই ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। বদ্রীনাথ মন্দির উন্মুক্ত হবে ১২ মে। এবারের চারধাম যাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমণের প্রত্যাশায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি, সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয় : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মুখে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। সোমবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়।' এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। দেশে প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে, আমরা জনগণের সেবার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে আছি এবং উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচয়।:

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'আমরা যখন জনগণের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করি, তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া থাকে চমৎকার। এখন ১৫০টিরও বেশি বিমানবন্দর রয়েছে, এখন দেশে ২২টি এইমস আছে। ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রামলালা এখন অযোধ্যায় ''বিরাজমান''। জনগণ এই বিষয়গুলিকে সমর্থন করছে এবং আমি বিশ্বাস করি এই সমর্থন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে।'

পশ্চিমবঙ্গে একদিন বিজেপি সরকার গঠন হবেই : দিলীপ ঘোষ

বর্ধমান, ২২ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে একদিন বিজেপি সরকার গঠন হবেই। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি আরও বলেছেন, নিজেদের অধিকার ফিরে পাবেন জনগণ। রোজ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে চা চক্রের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ তাঁর বহু পুরনো অভ্যাস। ভোটের মুখে সেই জনসংযোগ আরও বেড়েছে। একেকদিন একেক জায়গায় প্রভাতী চা চক্রে শামিল হচ্ছেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

সোমবার সকালে তিনি বর্ধমানের জনানদিঘি মোড়ে প্রভাতী চা চক্রে শামিল হন, সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে একদিন বিজেপি সরকার গঠন হবেই, নিজেদের অধিকার ফিরে পাবেন জনগণ। চব্বিশের লোকসভা ভোটে কেন্দ্র বদলে বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রার্থী হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। নাম ঘোষণার পর থেকেই সেই কেন্দ্রের মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন তিনি।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে এযাবৎ প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার দর্শন করেছেন : চম্পত রাই

অযোধ্যা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): গত ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বিশাল রামমন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে রামলালার, তারপর থেকে এযাবৎ প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার দর্শন করেছেন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রর সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। তিনি বলেছেন, প্রতিদিন এক লক্ষেরও বেশি ভক্ত ''দর্শন'' করতে আসছেন। ২২ জানুয়ারি ''প্রাণ প্রতিষ্ঠা'' থেকে এযাবৎ প্রায় ১.৫ কোটি ভক্ত রামলালার ''দর্শন'' করেছেন।'

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রর সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এদিন আরও বলেছেন, 'শুধুমাত্র মন্দিরের নিচতলার কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে রামলালার ''প্রাণ প্রতিষ্ঠা'' হয়েছিল, প্রথম তলার কাজ চলছে। মন্দিরের চারপাশে ১৪ ফুট প্রস্থের একটি নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। এই প্রাচীরটিকে মন্দিরের ''পরকোটা'' বলা হয়। ''পরকোটা'' হবে বহুমুখী যেখানে আরও ৬টি মন্দির তৈরি করা হবে যা ভগবান শঙ্কর, ভগবান সূর্য্যের, একটি ''গর্ভগৃহ'' এবং দুই বাহুতে ভগবান হনুমান এবং মা অন্নপূর্ণার মন্দির তৈরি করা হবে। মহর্ষি বাল্মীকির মন্দির, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি অগস্ত্যও মন্দির চত্বরে নির্মিত হবে।

চম্পত রাই আরও বলেছেন, 'নিষাদ রাজ, মা শবরী, মা অহিল্যা ও জটায়ুর মন্দিরও তৈরি হবে। মন্দিরে নিজেদের সমস্ত লাগেজ-সহ একসাথে ২৫ হাজার ভক্তের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। এখানে গাছ এবং গাছপালা সুরক্ষিত, ৬০০ গাছপালা প্রাঙ্গনে রয়েছে এবং সব সুরক্ষিত আছে। জল শোধনাগার এবং নর্দমা শোধনাগারও রয়েছে। মন্দিরের প্রয়োজন মেটাতে অযোধ্যার মানুষকে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।'

উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৪ জনের

পিথোরাগড়, ২২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি।

এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তাঁরা ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সোমবার সকালে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল দেহগুলি উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়-আঁচোলি এলাকার আন্দোলির কাছে বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন মারা যান এবং ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাড়িতে মোট ৮ জন ছিলেন, তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন - অজয় কুমার (৩২), পবন কুমার (৪০), অঙ্গদ কুমার (৩৪) ও কৈলাশ কুমার (৪৮)।

গাজীপুরের আগুন নিভল না এখনও; সমস্যায় বাসিন্দারা, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির গাজীপুরের ল্যান্ডফিল অঞ্চলের আগুন এখনও নিভল না। বর্জ্যের বিশাল স্তূপ থেকে আগুন ও ধোঁয়া এখনও নির্গত হচ্ছে, নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দমকল। দিল্লি দমকল জানিয়েছে, ল্যান্ডফিলে বর্জ্যের বিশাল স্তূপে উৎপাদিত গ্যাসের কারণে রবিবার সন্ধ্যায় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেই আগুন সোমবার সকালেও নেভেনি। আগুন ও ধোঁয়ার কারণে ল্যান্ডফিলের কাছাকাছি বসবাসকারী বেশ কয়েকজন বাসিন্দা নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'আগুনের ধোঁয়ার কারণে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দূষণের কারণে আমরা কথা বলতে পারছি না। প্রশাসন কিছুই করেনি, আমরা সরকারের কাছে সমস্যার সমাধান চাইছি।' অপর একজন বলেছেন, 'ধোঁয়া চোখে অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের শ্বাস নিতেও অসুবিধা হচ্ছে।'এই ধোঁয়া-কাণ্ডকে ঘিরে রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেছেন, 'ময়ূর বিহার ও কোন্ডলী সংলগ্ন এলাকার মানুষের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। আমিও ময়ূর বিহারে থাকি, এই যন্ত্রণা বুঝি। যখন পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন এএপি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই ল্যান্ডফিলটি সরিয়ে ফেলবেন। এখানে দুর্নীতির খেলা খেলা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করা উচিত, কারণ স্বাভাবিক, এর নেপথ্যে রয়েছে দুর্নীতি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

এএপি নেতা সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'এমসিডি-র সমস্ত আধিকারিকরা এটা নিয়ে কাজ করছেন। ফায়ার সার্ভিসও কাজ করছে। শীঘ্রই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাঁরা সংবিধান পরিবর্তন করতে চলেছে।' দিল্লির মন্ত্রী ও এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, 'দিল্লি দমকলের ইঞ্জিনগুলি সারা রাত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, কিছু সময়ের মধ্যে ধোঁয়াও দূর হয়ে যাবে। দিল্লির ডেপুটি মেয়র গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।' এদিকে, দিল্লি এমসিডি-র এলওপি সর্দার রাজা ইকবাল সিং বলেছেন, 'ধোঁয়ার কারণে মানুষ ভুগছে। আমাদের (বিজেপি) সময়ে এখানে ২৫টি মেশিন কাজ করত, এখন অর্ধেকের বেশি কাজ করছে না। আবর্জনা বেড়েছে এবং তাঁরা অন্য কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।'

বাতিল প্যানেলে চাকরি বহাল ক্যান্সার আক্রান্ত সোমা দাসের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হল ২০১৬ সালের চাকরির প্যানেল। আদালতের যুগান্তকারী রায়ে চাকরি গেল মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। যদিও চাকরি বহাল থাকল এই প্যানেলে চাকরি পাওয়া ক্যান্সার আক্রান্ত এক মহিলার। সোমবার এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বর রশিদির স্পেশাল ডিভিশন বেঞ্চ।

জানা গিয়েছে, চাকরি বহাল থাকা এই মহিলার নাম সোমা দাস। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই রোগ নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে এসএসসির নবম-দশম শ্রেণির চাকরিপ্রার্থী হিসেবে কলকাতার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে আন্দোলন করেছিলেন সোমা। বাকি আন্দোলনকারীদের থেকে সোমার গল্পটা অনেকটাই আলাদা। শুধু সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়, সোমা লড়ছেন শারীরিক সমস্যার বিরুদ্ধেও। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁকে হাইকোর্টে ডেকে তাঁকে সরকারি চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে সোমা জানিয়ে দেন, অধিকার আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তিনি।

প্রাক্তন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, অন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে সোমা তা করতে চান কি না। সোমা বলেন, ''আমি শিক্ষিকাই হতে চাই। পাশাপাশি আমার মতো একাধিক চাকরিপ্রার্থী চাকরির জন্য লড়াই করছেন। ফলে আমার একার সমস্যার সমাধান হলেই হবে না।''এরপরেই সোমা দাসের আর্জি শোনার পর স্কুলশিক্ষা দফতরকে চাকরির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন বিচারপতি বলেছিলেন, ''প্রয়োজনে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক।'' চাকরি না পেলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কীভাবে চিকিৎসা হবে, এ কথা ভেবেই সাত দিনের মধ্যে চাকরির নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই নির্দেশের পরই শিক্ষকতার চাকরি পান সোমা দাস। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নবম, দশম, একাদশ দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগ-সহ তৃতীয় শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিপুল দুর্নীতি নিয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ ওঠে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাধিক আধিকারিক-সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের যোগসাজশ রয়েছে এই নিয়োগে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই সমস্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সোমবার সেই মামলার চূড়ান্ত রায় দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বর রশিদির স্পেশাল ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ প্যানেলে চাকরি পাওয়া ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেও সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকবে বলেও জানায় আদালত।

হুগলির চাঁপদানিতে আয়োজিত রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রা, মিছিল আলোড়িত 'জয় শ্রীরাম' জয়ধ্বনিতে

হুগলি, ২২ এপ্রিল (হি. স.): প্রতিবছরের মতো এবছরেও রামনবমীর শোভাযাত্রার ঐতিহ্য বজায় রইলো হুগলিতে। রবিবার সন্ধ্যায় হুগলির চাঁপদানিতে বের হয় রামনবমীর শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল নির্বিশেষে সবাই 'জয় শ্রীরাম' জয়ধ্বনি দেন।

শোভাযাত্রায় শ্রীরামের ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানি পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শোভাযাত্রায় তৃণমূল নেতারাও জয় শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি দেন শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসুও শ্রীরামের পূজার জন্য উপস্থিত ছিলেন এদিন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী রামভক্তদের উৎসাহ দেখে উচ্ছ্বসিত কবীর শঙ্কর বসু। তিনি হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, ''এখানে শুধু জয় শ্রীরাম জয়ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। সারা ভারত রামময় হয়ে উঠেছে। সবাই বলছে, যারা ভগবান রামকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদেরই এবারও সরকারে ফিরিয়ে আনব। উল্লেখ্য, মিছিলের নিরাপত্তার জন্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে এদিন বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে চলে দীর্ঘক্ষণ। অনেক সামাজিক সেবামূলক সংস্থা রামভক্তদের সেবার জন্য শোভাযাত্রার পথের ধরে নিজেদের স্টল দিয়েছিলেন এদিন।

সিয়াচেনে ভারতের বীরত্ব ও সাহসিকতার রাজধানী : রাজনাথ সিং

সিয়াচেন, ২২ এপ্রিল (হি.স.): লাদাখের সিয়াচেনে বীর জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বীর জওয়ানদের সঙ্গে ''''ভারত মাতা কি জয়'''' প্রতিধ্বনি দেন রাজনাথ সিং। সোমবার সকালেই দিল্লি থেকে সিয়াচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হন রাজনাথ সিং, সিয়াচেনে পৌঁছনোর পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং সাহসী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

সিয়াচেন হিমবাহের কুমার পোস্টে মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রাজনাথ সিং। তাঁদের মিষ্টিমুখ করেন তিনি। সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন হিমবাহে আপনারা যেভাবে দেশকে রক্ষা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। সিয়াচেনের ভূমি কোনও সাধারণ ভূমি নয়। এটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও অধ্যবসায়ের প্রতীক। আমাদের জাতীয় সংকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে সিয়াচেন। আমাদের জাতীয় রাজধানী দিল্লি, মুম্বই আমাদের অর্থনৈতিক রাজধানী, আমাদের প্রযুক্তিগত রাজধানী বেঙ্গালুরু, কিন্তু সিয়াচেন বীরত্ব ও সাহসের রাজধানী।'

মোদীকে তোপ সিব্বলের, কংগ্রেস নেতা বললেন এভাবে ভারতকে অক্ষত রাখতে পারবেন না

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল।

সোমবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কপিল সিব্বল বলেছেন, 'সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি ভাষণ দিয়েছেন, মনে হচ্ছে প্রথম দফার নির্বাচন তাঁদের পক্ষে হয়নি। সেই বক্তৃতার পর, আমি মনে করি অনেকেই হতাশ হবেন... যা ইঙ্গিত করে যে এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশকারী। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি ও সংস্কৃতি? তিনি সংখ্যালঘুদের বহিরাগত বলে উল্লেখ করেছেন। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি? একদিকে রামমন্দির ও রামের আচারের কথা বলছেন, অন্যদিকে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন।

কোথায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, আর সবকা বিশ্বাস? আপনি এভাবে ভারতকে অক্ষত রাখতে পারবেন না।'

কপিল সিব্বল আরও বলেছেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চাই, আপনারা কেন কোনও ব্যবস্থা নেননি? আপনাদের সমালোচনা করা উচিত ছিল এবং বিবৃতিটির পুনরাবৃত্তি না করার জন্য নোটিশ পাঠানো উচিত ছিল, দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায়। এটি দেশের জন্য এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য ভালো নয়।'

সিব্বল প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, 'আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) ভাষণ দিচ্ছেন, কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারী এবং সন্ত্রাসীদের মহিলাদের সম্পত্তি দেবে। রাজনীতি এমন স্তরে নেমে গিয়েছে, এমনটা ইতিহাসে আগে ঘটেনি এবং আমি চাই না এমনটা হোক। আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন করতে চাই কেন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

২০১৬-র সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল, সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেলকে বাতিল ঘোষণা করেছে। নবম থেকে দ্বাদশ পর্য্যন্ত এবং সি ও ডি গ্রুপ, যেখানে অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে তাও বাতিল ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নিয়োগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম, ক্যান্সারে আক্রান্ত সোমা দাসের মামলায় আদালত উল্লেখ করেছে- তাঁর চাকরি নিরাপদ থাকবে। কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার যুগান্তকারী রায়ে ২৫, ৭৫৩টি জনের নিয়োগ বাতিল করেছে।

সোমবার এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি। আদালত জানিয়েছে, এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে হবে। সুদের হার হবে বছরে ১২ শতাংশ। চার সপ্তাহের মধ্যে বেতন ফেরত দিতে বলেছে আদালত। এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনেক ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। যেগুলি এখনও আপলোড করা হয়নি, সেগুলি দ্রুত আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উত্তরপত্র যাতে জনগণ যাতে দেখতে পান, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে কমিশনকে। একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, এই মামলার তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির জন্য চাইলে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সকলের চাকরি বাতিল করা হলেও এক জনের চাকরি থাকছে। সোমা দাস নামের এক চাকরিপ্রাপক ক্যান্সারে আক্রান্ত। মানবিক কারণে তাঁর চাকরি বাতিল করেনি হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। গত কয়েক বছরে বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এসএসসি নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলা। এই মামলায় প্রথমে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিভিশন বেঞ্চেও সেই নির্দেশ বহাল থাকে। এর পর মামলা গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখান থেকে মামলাগুলি হাইকোর্টে আবার ফেরত পাঠানো হয়। মে মাসের মধ্যে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চকে শুনানি শেষ করে রায় ঘোষণা করতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। সাড়ে তিন মাসের মধ্যে শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে। সোমবার রায় ঘোষণা করল আদালত। ২৮১ পৃষ্ঠার রায় আদালতে পড়ে শোনান বিচারপতি বসাক।

ভারতের সংবিধানে প্রভাব ফেলতে পারে সিএএ, মত মার্কিন কংগ্রেসের গবেষণাদলের রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর কিছু বিষয় ভারতের সংবিধান বিরোধী। এমনই দাবি করা হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের একটি নিরপেক্ষ গবেষণাদলের রিপোর্টে।

মার্কিন কংগ্রেসের নিরপেক্ষ গবেষণা রিপোর্টের দাবি, সিএএ-র মূল বিষয় হচ্ছে, তিনটি দেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা ৬টি ধর্মের মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদানের দরজা খুলে দেওয়া। যার মধ্যে মুসলিমদের রাখা হয়নি। আর এতেই ভারতীয় সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু ধারা ভঙ্গ করা হয়েছে।এই রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সিএএ ভারতীয় মুসলিম জনসংখ্যার অধিকার বিপন্ন করতে পারে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এটা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে আঘাত করবে। যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধি ও আইনকে ভঙ্গ করবে।

প্রসঙ্গত, এই গবেষণা রিপোর্ট মার্কিন কংগ্রেসের অঙ্গ হলেও এর সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও এর উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। প্রসঙ্গত, এর আগে সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারির পরেই বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছিল তারা খুব কাছ থেকে এর উপর নজর রাখছে। যদিও ভারত সরকার সব ধরনের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে জানিয়ে দিয়েছে, সিএএ লাগু থাকবে। কোনও অবস্থাতেই তা প্রত্যাহার করা হবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধিত করে সিএএ তৈরি করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রোজ সকালে খালি পেটে খান এই পাঁচ ফল

শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে গেলে দৈনন্দিন ডায়েটের দিকে নজর দিতেই হবে। শরীরের ভাল-মন্দ নির্ভর করে খাওয়াদাওয়ার উপর। তাই, খাদ্যাভ্যাসে ছোট্ট পরিবর্তনই একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যে বড় পার্থক্য আনতে সক্ষম। যে খাবারগুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, সেগুলিও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এবং সঠিক সময়ে খেতে হবে।

তবেই পাওয়া যাবে প্রকৃত উপকার। এমন অনেক খাবার রয়েছে, যেগুলি সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেলে বেশি সুফল পাওয়া যায়। তবে তার মানে এই নয় যে, ভরা পেটে সেগুলি খাওয়া যায় না। কিন্তু উপকার পেতে হলে সঠিক পদ্ধতি মেনে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি। দেখে নিন, কোন কোন খাবার সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খাবেন।

ভেজানো আমন্ড

আমন্ডে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং বি৬ রয়েছে। মস্তিষ্কের কোষে প্রোটিন শোষণ করতে সাহায্য করে আমন্ড। এতে থাকা ওমেগা ৩ এবং ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে। কয়েকটা আমন্ড সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে খোসা ছাড়িয়ে খালি পেটে খান।

ভেজানো কালো কিশমিশ

কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। রোজ সকালে খালি পেটে ভেজানো কিশমিশ খেলে মলত্যাগে কোনও সমস্যা হয় না। ভেজানো কিশমিশ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ, যা আমাদের চোখ সুস্থ রাখে, চুল পড়া কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করে তোলে।

ভেজানো আখরোট

আধ কাপ জলে ২টো আখরোট সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। ভেজানো আখরোট পরদিন সকালে খান। আখরোট মস্তিষ্কের শক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং একাগ্রতা বাড়ায়। আপনার সন্তানকেও প্রতিদিন ভেজানো আখরোট খাওয়াতে পারেন।

ভেজানো ডুমুর

প্রতিদিন মাত্র ২টো ভেজানো ডুমুর খেলেই কাজ হবে! ডুমুর আমাদের অন্ত্র সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডুমুরে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ধরনের ফাইবার রয়েছে, যে কারণে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। ডুমুর আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।

ভেজানো পেস্তা

পেস্তা ভিজিয়ে রাখলে এর পুষ্টিগুণ আরও বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, রোজ সকালে পেস্তা এবং আখরোটের মতো বাদাম খেলে ওজন কমে। এগুলি ফাইবার সমৃদ্ধ, যা হজমে সাহায্য করে।

শীতে শরীর হাইড্রেট রাখবে এই ৫ স্বাস্থ্যকর পানীয়!

বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকালে তৃষ্ণার অনুভূতি খুবই কম থাকে। ফলে সারা দিনে জল খাওয়ার পরিমাণও অনেক কমে যায়। তবে তার মানে এই নয় যে শীতে আমাদের শরীরে জলের প্রয়োজন হয় না। জল কম পান করলে শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাব ঘটে। ফলে শীতকালেও কিন্তু আপনি ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে পারেন। জলের ঘাটতির কারণে ত্বক, মাথার চুল ও নখ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শারীরিক কার্যকলাপেও সমস্যা দেখা দেয়। তাই, জাঁকিয়ে শীত পড়লেও জল পানে একটুও ঘাটতি না রাখাই ভালো। তবে শুধু জল পান করতে ভালো না লাগলে নানা রকমের স্বাস্থ্যকর পানীয় বানিয়ে খেতে পারেন। ঘরে থাকা খুব সাধারণ উপাদান দিয়েই বানাতে পারেন বিভিন্ন হেলদি ড্রিঙ্কস। দেখে নিন, শীতকালে জন্য সেরা ৫ স্বাস্থ্যকর পানীয়- ভেষজ চা- শীতের মরশুমে উষ্ণতা পেতে এক কাপ গরম চায়ের তুলনা নেই। ধোঁওয়া ওঠা এক কাপ চা নিমেষেই শরীর চাঙ্গা করতে পারে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘন ঘন চা পান কি আদৌ স্বাস্থ্যকর? শরীরে অতিরিক্ত ক্যাফেইন গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। গ্যাস, অম্বল, অস্থিরতা,

অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাহলে কি চা পান একেবারেই ছেড়ে দেবেন ভাবছেন? না তার কোনও প্রয়োজন নেই! বরং আরও স্বাস্থ্যকর উপায়ে চা বানিয়ে পান করতে পারেন। রান্নাঘরে থাকা খুব সাধারণ উপাদান দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন স্বাস্থ্যকর ভেষজ চা। ভেষজ চা শরীর হাইড্রেট রাখে, শরীর থেকে টক্সিন বার করে, পেটের গোলমালও দূর হয়। নিয়মিত এই চা পান করলে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও। আদা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তুলসি দিয়ে বানানো চা খেতে পারেন। এ ছাড়া, জবা, গোলাপ এবং ক্যামোমাইল চাও খেতে পারেন। স্যুপ- শীতের হিমেল হাওয়ায় গরমাগরম এক বাটি স্যুপ হলে আর কি চাই! আলু, গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, টমেটো, মাশরুম এবং অন্যান্য সবজি দিয়ে ভেজিটেবিল স্যুপ বানাতে পারেন। পালং শাকের স্যুপও খেতে পারেন। শরীর হাইড্রেট রাখতে স্যুপের জুড়ি মেলা ভার, পাশাপাশি হজমেও সহায়তা করে।

গ্রিন জুস

গ্রিন জুসে প্রচুর শাকসবজি থাকে। ভিটামিনে পরিপূর্ণ এই জুস নিয়মিত পান করলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, শরীরে তরলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয় এবং হজম শক্তি উন্নত হয়।

হলুদ দুধ

হলুদ দুধের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরকে উষ্ণ রাখে এক গ্লাস হলুদ দুধ, এর পাশাপাশি ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাবলী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবচেয়ে কার্যকরী হলুদ দুধ। যারা ঘন ঘন সর্দি, কাশি, জ্বরে ভোগেন, তাদের জন্য হলুদ দুধ দারুণ উপকারি। এ ছাড়াও, গ্যাস, পেট ফাঁপা ও বদহজম কমাতেও পান করতে পারেন হলুদ দুধ।

লেবু জল এক গ্লাস গরম জলে এক চিমটি রক সল্ট আর লেবুর রস মিশিয়ে খেলেই হাজারো উপকারিতা পাবেন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু জল শরীর হাইড্রেট করে, হজমে উন্নতি করে এবং পেট ভার কমায়। লেবু জল পটাশিয়ামের দুর্দান্ত উত, যা শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লেবু জলে থাকা পেকটিন, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং খিদে কমায়।

ত্বক ও চুল সুস্থ রাখে, পেশির দুর্বলতাও কমায় ভিটামিন ই

সুস্থ-সবলভাবে বাঁচতে গেলে শরীরে প্রয়োজন প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেলস। বিভিন্ন ভিটামিন শরীরের বিভিন্ন অংশ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন এ বিভিন্ন রোগ ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, শরীরের কোষগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখে ভিটামিন বি, ভিটামিন সি ফ্রি ব্যাডিক্যালের হাত থেকে বাঁচায় এবং ইমিউনিটি শক্তিশালী করে। ঠিক তেমনই ত্বক ও চুলকে সুস্থ রাখতে ভিটামিন ই এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন ই প্রদাহনাশক হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। পাশাপাশি এই ভিটামিনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণাবলীও রয়েছে। শরীরকে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচায় ভিটামিন ই। এই ভিটামিনের অভাবে পেশী দুর্বল হয়ে যায়, ত্বক ও চুলের বিরাট ক্ষতি হতে পারে। তাই সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন ই খুবই প্রয়োজনীয়। আপনার দৈনন্দিন ডায়েটে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই রাখুন। কিন্তু কোন কোন খাবারে পাওয়া যায় ভিটামিন ই? জেনে নিন - আমন্ড- ড্রাইফ্রুটসের মধ্যে আমন্ড খুবই স্বাস্থ্যকর। আমন্ডে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ২৮ গ্রাম বাদাম প্রায় ৭.৩ শতাংশ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই সরবরাহ করে আমাদের শরীরে। এ ছাড়াও, আমন্ডে হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবারও থাকে প্রচুর।

সূর্যমুখী বীজ

ভিটামিন ই-এর আরেকটি চমতার উত সূর্যমুখী বীজ। মাত্র ৩০ গ্রামে ৪.২ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই রয়েছে। এ ছাড়াও, সূর্যমুখী বীজে সেলেনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন বি৬ রয়েছে। তাই আপনার রোজকার ডায়েটে অবশ্যই এই বীজ রাখুন।

অ্যাভোকাডো-অ্যাভোকাডোয় বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তাই একে সুপারফুডও বলা হয়। একটা গোটা অ্যাভোকাডো আমাদের শরীরে ২.৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই সরবরাহ করতে পারে। স্যান্ডউইচ, টোস্ট, স্যালাড বা স্মুদি তৈরি করে খেতে পারেন।

পালং শাক- পালং শাকে প্রচুর আয়রন থাকে, একথা আমরা সকলেই জানি। তবে জানেন কি পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই-ও রয়েছে? এক কাপ রান্না করা পালং শাক ১.৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই সরবরাহ করে। স্যালাডে, তরকারিতে অথবা ডাল পালং করেও খেতে পারেন।

চিনাবাদাম

চিনাবাদামে প্রোটিনের পাশাপাশি ভিটামিন ই-ও রয়েছে। ২.২ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই সরবরাহ করে চিনাবাদাম। খিদে পেলেই চিনাবাদাম খেতে পারেন।

ব্রকোলি-ব্রকোলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং প্রোটিন থাকে। সবুজ রঙের এই সবজিতে রয়েছে অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ব্রকোলি।

হ্যাজেলনাট- হ্যাজেলনাটে ভিটামিন ই ছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, প্রোটিন এবং ফোলেট। এটি আমাদের শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

লিভার ভালো রাখতে ওষুধ নয়, রোজ পাতে রাখুন এই ৮ খাবার!

ওজন বৃদ্ধির কারণে শরীরে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, ফ্যাটি লিভার তার মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল, থাইরয়েডের মতো হরমোনজনিত নানা অসুখেও ফ্যাটি লিভারের প্রবণতা বাড়ে। সময় মতো ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা না করালে লিভার সিরোসিস-ও হতে পারে।

খাবার থেকে পাওয়া ফ্যাট লিভারে জমা হতে হতে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে। তাই ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হলে খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানাই একমাত্র উপায়।

রোজকার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনলেই স্বস্তি মিলতে পারে ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে। তাহলে জেনে নিন, ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোজকার ডায়েটে কোন কোন খাবার শামিল করবেন-

মাছ

স্যালমন, টুনা এবং সার্ডিনের মতো মাছে থাকা ওমেগা ৩ লিভার সুস্থ রাখে, কোষে জমে থাকা চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে এবং প্রদাহ কমায়। আপনি চাইলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন।

অ্যাভোকাডো

অ্যাভোকাডো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ। এই ফলটি লিভারের পৃষ্ঠে অস্বাস্থ্যকর চর্বি জমতে দেয় না। অ্যাভোকাডোয় গ্লাইসেমিক সূচকও কম, তাই লিভার থেকে টক্সিন অপসারণ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও অ্যাভোকাডোয় উচ্চ ফাইবার থাকার কারণে মেটাবলিজমও উন্নত হয়, ফলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

গ্রিন টি

ওজন কমাতে গ্রিন টি-র উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। গ্রিন টি আমাদের শরীরকে চর্বি শোষণে সাহায্য করে এবং লিভারে চর্বি জমা কমায়। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে।

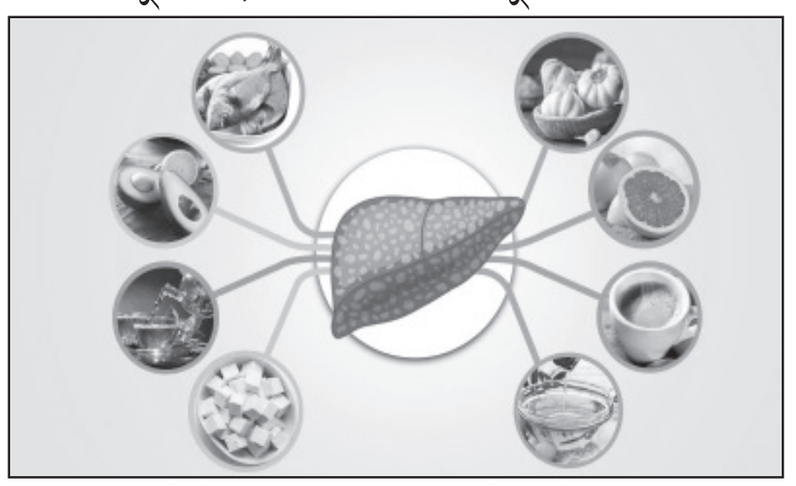

তোফু

তোফুতে পাওয়া সয়া প্রোটিন শরীরের সামগ্রিক চর্বি কমাতে সাহায্য করে। এক কথায়, তোফু চর্বি জমানোর পরিবর্তে অপসারণ করতে সাহায্য করে। এটি লিভারের কোষের ক্ষতি কমাতেও সাহায্য করে।

রসুন

গবেষণা অনুসারে, রসুন আমাদের লিভার থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। ফলে লিভারে ক্ষতিকারক চর্বি জমা হয় না। রসুনে অনেক প্রাকৃতিক যৌগ থাকায় এটি শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজকেও বাড়িয়ে তোলে।

বাতাবি লেবু

বাতাবি লেবু ফ্যাটি লিভারের কারণে হওয়ার লিভারের ক্ষতি সারাতে সাহায্য করে। এতে থাকা উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর থেকে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, ফলে কোষগুলিকে রক্ষা করে এবং লিভারের ক্ষতি হতে দেয় না।

কফি

কফি ফ্যাটি লিভারের জন্য খুবই সহায়ক। লিভারের কোষগুলির ক্ষতি করে এমন এনজাইমগুলি অপসারণ করে দেয় কফি। দিনে দুই কাপ কফি খাওয়া বেশ সহায়ক হতে পারে।

অলিভ অয়েল

অলিভ অয়েল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ। আর, ওমেগা ৩ লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করতে খুবই সহায়ক। এটি শরীরে জমা চর্বির পরিমাণ কমায় এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

আপনার হার্ট সুস্থ আছে তো?

সুস্থ-সবলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেউ, শারীরিক কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু একদিন হঠাতশোনা গেল তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে অল্প বয়সী অর্থাততরুণ প্রজন্মের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ছে।

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, উচ্চ কোলেস্টোরল, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত মেদ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা, মদ্যপান, মানসিক চাপ - মূলত এগুলিই হৃদরোগের কারণ। তাই, জীবনযাত্রা সম্পর্কে সচেতন না হলে কম বয়েসেই চলে যেতে পারে একটা তাজা প্রাণ!

হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক এমন একটি সমস্যা, যা কোনও সময়ই দেয় না। তাই আগে থেকে সাবধান হওয়া জরুরি। আগে থেকে শারীরিক কিছু লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যান। জেনে নিন, কোন কোন উপসর্গ দেখা দিলে সাবধান হওয়া জরুরি-

বুকে অস্বস্তি

হৃদরোগের সবচেয়ে সাধারণ সাবধান বাণী এটি। ধমনী যদি ব্লক হয়ে যায় বা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকলে বুকে অস্বস্তি, আঁটসাঁট ভাব বা অত্যন্ত প্রেশার অনুভব করতে পারেন।

হার্টবিট ঠিক না থাকা

নার্ভাস বা উত্তেজিত থাকলে হার্টবিট বাড়তে, কমতে পারে। কিন্তু, এ সব কারণ ছাড়াই যদি আপনার হার্টবিট বাড়তে, কমতে থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যান।

প্রচন্ড যন্ত্রণা

শরীরের বাম দিক বা আপনার ঘাড়ের নীচ থেকে ব্যথা বা যন্ত্রণা হতে থাকা হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ। ক্রমশ এই ব্যথা হতে থাকলে বা আপনার যদি আগে থেকেই হার্টের সমস্যা

থাকে, তাহলে দেরি না করে ততণাতচিকিৎসকের কাছে যান।

দম আটকে আসা

হৃদরোগে ভুগছেন বা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এমন ব্যক্তির মাঝে মাঝেই বুকে আঁটসাঁট বা ব্যথা অনুভব হতে পারে। প্রায়ই গলায় দম বন্ধ হওয়ার মতো অনুভূতি হয়। এই রকম অনুভূতি যদি হতেই থাকে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বদহজম, অম্বল, পেট ব্যাথা

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের উপসর্গ বেশি দেখা যায়। খাওয়াদাওয়ার গন্ডোগোলের কারণে এই রকম সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু যদি ঘন ঘন হতে থাকে, তাহলে এক বার টেস্ট করিয়ে নিন। বিশেষত, যারা ডায়াবেটিস রোগী, ধূমপায়ী, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তারা এই ধরনের লক্ষণ দেখলে খুব সতর্ক হোন।

মাথা ঘোরা

ব্যালেন্স হারানো বা মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, অনেক কারণেই এগুলো হতে পারে। তবে, যদি আপনি হঠাতমাথা ঘোরা অনুভব করেন এবং বুকে অস্বস্তি বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে দেরি না করে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যান।

প্রচন্ড ক্লান্তি

সব সময় ক্লান্ত বোধ করা হার্ট ফেলিওর এবং অন্যান্য অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে। সারা দিনের ব্যস্ততা, দীর্ঘক্ষণ কাজ করা, রাত জাগা, স্ট্রেস ফুল লাইফ এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে ক্লান্তি বোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব কারণ ছাড়াই যদি প্রচন্ড ক্লান্তি অনুভব হয়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। যদি কয়েকদিন ধরে চরম ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সব উপসর্গ হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে।

নাক ডাকা

ঘুমানোর সময় একটু-আধটু নাক ডাকা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকভাবে জোরে নাক ডাকা, যা হাঁপানি বা দম বন্ধ করার মতো শব্দ করে, তা ''স্লিপ অ্যাপনিয়া'' নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু রাতে ঘুমানোর সময় মাঝেমাঝেই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তা বিপদের ইঙ্গিত দেয়।

শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না শরীরও ভালো রাখে গুড়

নলেন গুড়, পাটালি ছাড়া বাঙালির শীতকাল ঠিক জমে না। পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, পাটিসাপটা, পিঠে-পুলি, সবেতেই চাই নলেন গুড়ের ছোঁয়া। চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হল গুড়। খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি গুড় কিন্তু আমাদের শরীরেরও খেয়াল রাখে। গুড়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নানা স্বাস্থ্যকর উপাদান, যা আমাদের সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই, স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে গুড়ের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সরাসরি গুড় খাওয়ার চেয়ে যদি অন্য ভাবে গুড় খাওয়া যায়, তাহলে বাড়তি উপকার পাওয়া যেতে পারে। দেখে নিন, কী কী ভাবে গুড় খেতে পারেন-

গুড়ের দুধ

চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন এক গ্লাস দুধে গুড় মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া, গুড়ের দুধ পিরিয়ডের সময় পেটের ব্যথা উপশম করে এবং পাচনতন্ত্র ভালো রাখে।

গুড়ের হালুয়া হালুয়ায় চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করতে পারেন। গুড়ে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। গুড় ব্যবহারে হালুয়ায় স্বাদ যেমন দ্বিগুণ হবে, তেমনই খাবারে আয়রনের পরিমাণও বাড়াবে। বিশেষ করে, আলুর হালুয়ায় গুড় ব্যবহার সবচেয়ে ভালো কম্বিনেশন। আর, আলুতেও প্রচুর খনিজ থাকে।

গুড়ের হালুয়ায় বিভিন্ন ড্রাই ফ্রুটস যেমন - পেস্তা, আমন্ড, কাজু, কিশমিশ মেশাতে পারেন।

গুড়ের জল

শরীরের ক্লান্তি দূর করতে গুড়ের জলের অতুলনীয়। নিয়মিত সকালে খালি পেটে হালকা গরম জলে গুড় মিশিয়ে খেলে তা পেটের জন্য দারুণ উপকারি। সকালে সহজভাবে মলত্যাগে সাহায্য করে গুড় জল। গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ব্যথার সমস্যা দূর হয়। ফুসফুস এবং অন্ত্রের জন্য এটি ডিটক্সিফায়ার হিসেবেও কাজ করে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বাইরে বার করতে পারে গুড়ের জল। প্রতিদিন গুড়ের জল খেলে ইমিউনিটিও শক্তিশালী হয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

গুড় তিল লাড্ডু

সাদা তিলের সঙ্গে গুড় ও ঘি দিয়ে লাড্ডু তৈরি করুন। তিলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টিকর উপাদান। তিলের বীজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং উচ্চ রক্তচাপ, খারাপ কোলেস্টেরল, উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। যাদের শরীরে ভিটামিন ডি, বি ১২, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি রয়েছে তারা তিলের নাড়ু বা লাড্ডু খান। তিলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। অস্টিওপোরোসিসের মতো সমস্যায় এটি খুবই উপকারী। গুড়ের মধ্যে রয়েছে আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো পুষ্টি উপাদান। এটিও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তাল্পতা কমাতে সাহায্য করে। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দিতে পারে।

দীর্ঘায়ু পেতে রোজকার খাদ্যাভ্যাসে বদল আনুন

সুস্থ-সবল থাকার অন্যতম দাওয়াই হল স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। শরীরের হাল কেমন থাকবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণেই আজকালকার দিনে বেশিরভাগ মানুষ বিভিন্ন জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অল্প বয়স থেকেই স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডায়েট ঠিক থাকলেই বহুদূরে থাকবে রোগবালাই। একঝলকে দেখে নেওয়া যাক, শরীর সর্বদা ফিট রাখতে রোজকার খাওয়াদাওয়ার ঠিক কী কী বদল আনা প্রয়োজন। প্রচুর জল পান করুন জুস, স্মুদি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, স্পোর্টস ড্রিঙ্কস এবং সোডায় প্রচুর চিনি থাকে। এগুলি বেশি খেলে ওজন বাড়ার পাশাপাশি দাঁতের ক্ষয় হতে পারে। এর পরিবর্তে সারা দিনে প্রচুর জল পান করুন। পর্যাপ্ত জল পান করলে ডিহাইড্রেশন-সহ আরও অনেক শারীরিক সমস্যা প্রতিরোধ হতে পারে। জল পান করলে আপনি সুস্থ-সবল ও ক্যালোরি মুক্ত থাকবেন। শুধু জল খেতে ভালো না লাগলে, আপনি বাড়িতেই লেমনেড, ব্যাস্পবেরি লেমোনেড, দারুচিনি আপেল জল, ইত্যাদি বিভিন্ন ফ্লেভারের জল তৈরি করে খেতে পারেন। প্রসেসড স্ন্যাকস খাবেন না ভাজাভুজি, চিপস, কুকিজ, ফাস্ট ফুডের প্রতি ছোটো-বড় সকলেরই লোভ বেশি। কিন্তু এই সব খাবারে অতিরিক্ত চিনি,প্রিজারভেটিভ, লবণ এবং অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে, যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এর পরিবর্তে, তাজা ফল, শাকসবজি, স্যালাড এবং বিভিন্ন রকমের বাদাম খান। এগুলিতে প্রচুর পুষ্টি থাকে এবং পেটও ভরায়। রেড মিট খাবেন না প্রসেসড মিট এবং রেড মিট বেশি খাওয়ার ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই, আপনার রোজকার ডায়েটে উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করুন। বিনস, বিভিন্ন ডাল এবং টফু জাতীয় খাবার বেশি করে খান।

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার খেলেই হবে না। প্রয়োজন সঠিক শরীরচর্চাও। নিয়মিত ওয়ার্কআউট মানসিক ও কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের উন্নতি করে, পেশী ও হাড় শক্তিশালী করে, ফিটনেসের মাত্রা বাড়ায়। মর্ণিং ওয়াক বা সাধারণ যোগব্যায়াম করতে পারেন। খেলাধুলা, সাইক্লিং, সাঁতার কাটা, অ্যারোবিক্স করতে পারেন।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ--স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ২২।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, সুযোগ ও সেবাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে গণমাধ্যমের বিশ্লেষনধর্মী রিপোর্ট শিশু অধিকার নিশ্চিতে নীতি নির্ধারকের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। তিনি বলেন,বাংলাদেশে শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি সোমবার রাজধানী ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের গ্রান্ড বলরুমে ইউনিসেফ আয়োজিত ''ইউনিসেফ মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস'' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন।

১৮তম মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে ইউনিসেফের রিপ্রেজেনটেটিভ শেলডন ইয়েট। বিশেষ অতিথি হিসেবে শিক্ষাবিদ মো: জাফর ইকবাল, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, ইউনিসেফের জাতীয় শুভেচ্ছাদূত বিদ্যা সিনহা মীম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এবং পাঠশালা ইন্সটিটিউটের প্রভাষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা শামীম আখতার বক্তব্য রাখেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, মীন কার্টুন শিশু শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন শিশু অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করে। তিনি বলেন, ইউনিসেফ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে চলছে এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে শিশু অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিই মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসের স্বার্থকতা। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধু সংবিধানে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশু অধিকার আইন বাস্তবায়ন করেছেন। স্পীকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে চলেছেন। শিশুরা শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়ে যেন স্কুলে যেতে পারে এজন্য আর্থিক প্রনোদনা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শিশুদের প্রয়োজনগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে ১২টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সাংবাদিকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসময় স্পীকার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও অনলাইন জার্নালিজম, ভিডিও জার্নালিজম এবং ফটোজার্নালিজমের বিচারকগণ ও নোমিনি সাংবাদিকগণ, ইউনিসেফের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ, শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাবের শিশুরা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃষ্টিতে ফসলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হাপুরে, চিন্তায় মাথায় হাত অন্নদাতাদের

হাপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): বৃষ্টিতে উত্তর প্রদেশে হাপুরে বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতি হল কৃষকদের। মাটিতে মিশে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা গম, অনেক গম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিন্তায় এখন মাথায় হাত কৃষকদের। সোমবার সকালে হাপুরের বিভিন্ন কৃষিজমিতে দেখা যায় বিঘার পর বিঘা জমিতে গম মাটিতে মিশে গিয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র ত্যাগী নামে এক কৃষক বলেন, 'বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে, এখন গমের দাম বাড়বে... এমনকী, চাষিরা খেতে পাবে না ফসল। আবার বৃষ্টি হচ্ছে। একটানা বৃষ্টিও হবে, এই মুহূর্তে পশুদের জন্য খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, আমাদের ফসলের প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে, যদি বৃষ্টি অব্যাহত থাকে, তাহলে আমাদের ক্ষতি ৫০ শতাংশে পৌঁছে যাবে।'

বকোয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি

বকো (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত বকোয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনা আজ সোমবার ভোররাতে কলাতলি বাজারে সংঘটিত হয়েছে।

অজ্ঞাত কারণে ভোররাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ছয় থেকে সাতটি দোকানঘর পুড়ে গেছে। এতে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা দাবি করছেন।

স্থানীয়রা জানান, তাঁরা অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে খবর দিয়েছিলেন। অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আসার আগেই এলাকার বাসিন্দারা সাহসিকতার সঙ্গে আগুন নেভাতে শুরু করেন। তবে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর প্রয়াসে গোটা বাজার আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। এদিকে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছেন।

হাটশিঙিমারির বড়বিলায় জলে পড়ে মৃত্যু এক বছর বয়সি শিশুর

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ শালমার-মানকাচর জেলার অন্তর্গত হাটশিঙিমারির বড়বিলা গ্রামে জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বছর বয়সি শিশুর। নিহত শিশুকে গ্রামের বাসিন্দা জনৈক মাসিদুল ইছলামের ছেলে আর্শাদ আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ সোমবার পুলেশের কাছে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যায়। বাড়ির উঠানের পাশে রয়েছে একটি পুকুর। অভিভাবকদের চোখের আড়ালে হামাগুড়ি দিতে দিতে শিশুটি পুকুরের পাশে চলে যায়। তখন সে পড়ে যায় পুকুরে।

ঘটনাটি দেখে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাটশিঙিমাড়ি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বুলি ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কালাপানি থানা থেকে পুলিশের দল এবং একজন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গিয়ে মৃত আর্শাদ আলির মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ সোমবার সকালে তার দেহের ময়না তদন্ত করতে ধুবড়িতে পাঠিয়েছেন।

সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণ, পুড়ে ছাই নভি মুম্বইয়ের বস্তি

মুম্বই, ২২ এপ্রিল (হি. স.): সোমবার পুড়ে ছাই হয়ে গেল নভি মুম্বইয়ের বেলাপুর এলাকার একটি বস্তি। রান্নার সিলিন্ডার বিস্ফোরণ-এর ফলে আগুন ধরে যায় বস্তিতে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বস্তি এলাকা। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, বস্তির একটি ঘরে রান্নার সময়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। সেখান থেকেই প্রথমে একটি ঝুপড়িতে আগুন ধরে যায়।

দেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ইন্ডি জোট, বাগডোগরা বিমানবন্দরে মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : দেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ইন্ডি জোট। বাগডোগরা বিমানবন্দরে এই মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ৫ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডি জোটের মাথারা বলেছিলেন, লোকসভার আগে এই নির্বাচন সেমিফাইনাল। সেমিফাইনালে জিতলেই বিজেপিকে, নরেন্দ্র মোদী সরকারকে দেশ থেকে উৎখাত করবে। নির্বাচন শেষে নিজেরাই উৎখাত হয়ে গেল। দেশবাসী তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এদিন নাম না করে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএর নামে ভয় দেখাচ্ছে রাজ্যের মানুষকে। তাঁরা সনাতনীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, পাশাপাশি ডিটেনশন ক্যাম্পের পাঠানোর ভয় দেখাচ্ছে সংখ্যালঘুদের। বাংলার মানুষ বোকা নন। তাঁরা সব বুঝে ফেলেন তৃণমূলের কারসাজি। মোদী সরকার দেশে নারী, কিষাণ, যুবসমাজ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই চারটি জাতিকে গুরুত্ব দেয়। এই কারণেই মমতা-অভিষেকের সভায় লোক হচ্ছে না। অথচ বিজেপির সভায় উপচে পড়ছে লোক''।

এদিন শুভেন্দু কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে। তিনি বলেন, ''রাজ্যে অধীরের কাজ শুধু তৃণমূলকে গালিগালাজ করা, আর সংসদে নরেন্দ্র মোদীকে গালিগালাজ করা। ৫ বারের সাংসদ কোনও কাজই করেননি বহরমপুরের জন্য। সেখানকার মানুষ ক্ষুব্ধ অধীরের ওপরে। তাই এবার সেখানকার জনতা তাঁকে উপযুক্ত জবাব দেবেন ইভিএমে''। তাঁর দাবি, বহরমপুরের মানুষ বিজেপির পক্ষেই আছেন।

মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রীর নিশানায় অভিষেক ! পাকড়াও করল পুলিশ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রীর নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশের বক্তব্যে তো তেমনটাই মনে হচ্ছে। সেই অভিযুক্ত অভিষেকের বাড়ি এবং অফিসের সামনে রেইকিও করার চেষ্টা করেছে বলে মনে করছে পুলিশ। সোমবার তাকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, মুম্বই হামলার ওই ষড়যন্ত্রীর নাম রাজারাম রেগি।

এডিশনাল সিপি মুরলীধর শর্মা বলেছেন, 'আমরা কিছু গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছি, তারপরে আমরা নজর রাখছিলাম। আমরা জানতে পেরেছি, একজন ব্যক্তি মুম্বই থেকে এখানে এসেছে এবং তাঁর (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) অফিস এবং বাসভবনের বাইরে রেকি করার চেষ্টা করেছে, অভিযুক্ত রাজারাম রেগি, মুম্বইয়ের বাসিন্দা। আরও তদন্তে, আমরা জানতে পেরেছি রাজারাম সেই একই ব্যক্তি যিনি ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলায় ভূমিকা রেখেছিল এবং ডেভিড হেডলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল (মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রকারী)... আমরা একটি মামলা দায়ের করেছি এবং তাকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ কর্মীদের ওআরএস, ছাতা, সানগ্লাস দিলেন নগরপাল বিনীত গোয়েল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.): কলকাতায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির মধ্যে এবার রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলো কলকাতা পুলিশ। সোমবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জায়গায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে ওআরএস, জলের বোতল, ছাতা, সানগ্লাস তুলে দিলেন নগরপাল বিনীত গোয়েল।

উল্লেখ্য, কলকাতায় সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস কলকাতার জন্য আপাতত নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে ফের তাপপ্রবাহে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে ওআরএস, জলের বোতল, ছাতা, সানগ্লাস দেওয়ার উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন শহরবাসী ও নেটিজেনরা।

চন্দ্রকোনায় প্রচারে বেরিয়ে টোটো দুর্ঘটনা, আহত ৪ তৃণমূল কর্মী

চন্দ্রকোনা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে টোটো উল্টে আহত ৪ তৃণমূল কর্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। অলোক ঘোড়ই নামে এক তৃণমূল কর্মী ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত তৃণমূল কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে যান চন্দ্রকোণার বিধায়ক অরূপ ধাড়া।

সোমবার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর এলাকায় প্রচার করতে বেরোন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগ, সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রকোণা বিধায়ক অরূপ ধাড়া, প্রচারে যাওয়ার পথে হঠাৎই উল্টে যায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের টোটো গাড়ি। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করা হয় এবং ৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। একজনের অবস্থা গুরুতর থাকায় তাঁকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন বিষয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অত্যধিক তাপমাত্রা ও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সোমবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করছে। বৈঠকে ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পর আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, 'আইএমডি ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। ঋতুগত পূর্বাভাসের পাশাপাশি, আমরা মাসিক, সাপ্তাহিক এবং প্রতিদিনের পূর্বাভাস জানাচ্ছি এবং তাপপ্রবাহ, এবং আর্দতার মাত্রা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কোথায় কোথায় ভোট হচ্ছে সেখানকার পূর্বাভাসও আমরা প্রদান করছি।'

গোলাঘাটের পুলিবর পুলিশ ছাউনির পুকুরে উদ্ধার জনৈক জওয়ানের মৃতদেহ

গোলাঘাট (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত পুলিবরে অবস্থিত পুলিশ ছাউনির একটি পুকুরে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয়েছে এপিআরবিএন-এর জনৈক নায়কের মৃতদেহ। উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি আসাম পুলিশের জওয়ান নায়ক রণবীর সোরেনের বলে শনাক্ত হয়েছে।

জানা গেছে, আজ সকালে গোলাঘাটের পুলিবরে অবস্থিত ২ নম্বর আসাম পুলিশের স্পেশাল রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (এপিআরবিএন)-এর একটি পুকুরে উদ্ধার হয়েছে নায়ক রণবীর সোরেনের মৃতদেহ। নিহত পুলিশ জওয়ানের বাড়ি বঙাইগাঁওয়ে। তিনি কোকরাঝাড়ে কর্মরত ছিলেন।

অতি সম্প্রতি তাঁকে নির্বাচনী দায়িত্বে গোলাঘাটে পাঠানো হয়েছিল। নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে গতকাল রাতে তিনি পুলিবরে এপিআরবিএন-এর ছাউনিতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে আজ সকালে সোরেনের মৃতদেহ ওই পুকুরে উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রণবীর সোরেনের মৃতদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করে ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের জন্য গোলাঘাটের কুশল কোঁওর সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

'রায় বেআইনি, শীর্ষ আদালতে যাব', মুখ্যমন্ত্রী

চাকুলিয়া, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : 'হাইকোর্টের রায় বেআইনি, শীর্ষ আদালতে যাব'। সোমবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়ে চাকুলিয়ার জনসভা থেকে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে চাকুলিয়ায় এসে হাইকোর্টের রায় নিয়ে মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, '২৬ হাজার শিক্ষকদের চাকরি চলে যাবে, এমন বোমা। হতাশ হবেন না। কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা পাশে আছি। যত দূর দরকার, লড়াই করব। দেখলেন না সুপ্রিম কোর্ট এটাকে সরিয়ে দিয়েছিল। কাকে নিয়ে করবেন? বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। আমি বিচারক নিয়ে বলছি না। রায় নিয়ে বলছি। রায়কে চ্যালেঞ্জ করছি। ২৬ হাজার শিক্ষক মানে দেড় লক্ষ পরিবার। টাকা ফেরত চার সপ্তাহে কি সম্ভব?'

উল্লেখ্য, এসএসসি নিয়োগ মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। ফলে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের চাকরিপ্রার্থীদের বেতন ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১২ শতাংশ সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে তাঁদের বেতন। সমস্ত ওএমআর শিটের কপিও আপলোড করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এসএসসিকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ২ বাইক আরোহী

অশোকনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরে গাড়ির ধাক্কায় ২ জন বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে দুই যুবক বাইকে করে বিয়েবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকাই একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাদের বাইকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই ২ যুবকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক চান্দেরি থানায় দুর্ঘটনার কথা জানান। বর্তমানে মৃত দুই যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চান্দেরি সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শ্রীনগরের ৯টি জায়গায় অভিযান জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) শ্রীনগরের ৯টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। সোমবার সকালে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এএনআই) শ্রীনগরের ৯ টি স্থানে এই অভিযান শুরু করেছে। সন্ত্রাস-সম্পর্কিত একটি মামলার তদন্তের স্বার্থে এনআইএ-এর আধিকারিকরা এই অভিযান চালিয়েছে। এনআইএ-এর আধিকারিকরা এদিন পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই অভিযান চালিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই অভিযান চলছে, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

রাজারহাট ডিআরআর স্টুডিওতে আগুন, পুড়ল দু''টি মেকআপ ভ্যান

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত গরমের মধ্যে সোমবার সকালে আগুন লাগল রাজারহাট ডিআরডিআর স্টুডিওতে। আগুন লাগে স্টুডিও সংলগ্ন চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা দু''টি মেকআপ ভ্যানে। দেখতে দেখতে পুড়ে যাই ভ্যান দুটো। জানা গিয়েছে, প্রথমে স্টুডিওর ভিতরে রাখা একটি মেকআপ ভ্যানে আগুন লাগে। এরপর পাশে থাকা আরও একটি ভ্যানিটি ভ্যানে আগুন লেগে যায়।

দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা একটি টিনের শেডে। টের পেতেই স্টুডিওর মধ্যে থাকা জলাশয় থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান স্টুডিও কর্মীরা। ততক্ষণে দু'টি গাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে রাজারহাট থানার পুলিশ আসে। দমকলের একটি গাড়িও ঘটনাস্থলে আসে। কী করে আগুন লাগল খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারে নেমে এসেছে। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২৪ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা , ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৬৪ ডলার বা ০.৭৭ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৬.৬২ ডলারে ঘোরাফেরা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দামও ০.৬৬ ডলার বা ০.৭২ শতাংশ কমেছে এবং ব্যারেল প্রতি ৮২.৪৮ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

'মিথ্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের ঠকিয়েছিলেন', : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : 'মিথ্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের ঠকিয়েছিলেন'। সোমবার এসএসসি নিয়োগ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর এমনটাই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূলকে বয়কট করতে হবে বলে জানান তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

এদিন অভিজিৎ বলেন, 'যাঁরা যোগ্য প্রার্থী তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

তাঁদের ঠকিয়েছেন এই মিথ্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী। সকলের উচিত, মমতাকে বয়কট করা।' কড়া ভাষায় অভিজিতের মন্তব্য, 'জোচ্চর, তোমাদের ফাঁসিতে চড়ানো উচিত। আবার উচ্চারণ করছি, জোচ্চর, তোমাদের ফাঁসিতে চড়ানো উচিত।'

প্রসঙ্গত, সোমবার এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি। আদালত জানিয়েছে, এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে সুদ সহ বেতন ফেরত দিতে হবে। সুদের হার হবে বছরে ১২ শতাংশ। লোকসভা ভোটের মাঝে এসএসসি মামলার এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

পৃথিবী দিবসে পরিবেশ রক্ষার বার্তা গুগল ডুডলে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.): প্রতি বছর ২২ এপ্রিল গোটা দুনিয়া জুড়ে পৃথিবী দিবস পালিত হয়। প্রতিবছর এইদিনে মানুষকে পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি এবং বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ও পরিবেশ রক্ষায় যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা। এই উপলক্ষে গুগলও মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে এলো। ডুডলের মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উদযাপন করলো গুগল।

গুগল ডুডলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের ছবি দেখানো হয়েছে। আগামী প্রজন্মকে এই প্রাকৃতিক জিনিস সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে ডুডলের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, গুগল ডুডল শুধুমাত্র একটি সুন্দর ছবি নয়, প্রতিটি অক্ষর একটি বাস্তব-বিশ্ব সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। ডুডলে গুগল-এর অক্ষরগুলি বিশ্বজুড়ে এমন কিছু স্থানের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে মানুষ, সম্প্রদায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য এবং সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন কাজ করছে।

২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে কাশ্মীরের আবহাওয়া, তারপর ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। সোমবার এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ২৬ তারিখ থেকে ফের বৃষ্টিতে ভিজবে জম্মু ও কাশ্মীর। আবহাওয়ার উন্নতি হতেই কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে কৃষকদের।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। এরপর ২৬-২৮ এপ্রিল পর্যন্ত মেঘলা আবহাওয়া থাকবে, কোথাও কোথাও বৃষ্টি আবার শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতও হতে পারে। ২৯-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অনেক জায়গায় সাধারণত মেঘলা আবহাওয়া থাকবে।

পৃথিবী দিবসে প্রকৃতি সংরক্ষণের আবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২২ এপ্রিল (হি.স.): পৃথিবী দিবসে প্রকৃতি সংরক্ষণের আবেদন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং জীবজগতের কল্যাণের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। এই দিবস উপলক্ষ্যে আসুন আমরা অঙ্গীকার করি যে আমরা প্রকৃতি সংরক্ষণে অংশ নিয়ে সর্বদা এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করব।

সোমবার পৃথিবী দিবস। প্রতি বছর ২২ এপ্রিল পৃথিবী দিবস পালিত হয়। পৃথিবী দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বে পৃথিবীর উন্নতির বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে উৎসাহিত করা। সেইসঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে মানুষকে একত্রিত করা।

সংসদে শক্তিশালী স্ট্রের প্রয়োজন জম্মু ও কাশ্মীরের : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : সংসদে শক্তিশালী স্ট্রের প্রয়োজন জম্মু ও কাশ্মীরের। সোমবার এই মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পিডিপি অথবা এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ লড়াই নয়, বরং জম্মু ও কাশ্মীরের আওয়াজ তোলার লড়াই, এটাই বোঝানো যে ২০১৯-এর ৫ আগস্টের পর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি 'অবৈধ' এবং 'অসাংবিধানিক' ছিল।

অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় এক জন সমাবেশে মেহবুবা বলেছেন, তাঁর অস্তিত্ব এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। আমি এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নই। বিজবেহারা আমার হোম টাউন এবং সিরহামা আমার বাড়ি। এখানকার মানুষ আমাকে বড় করেছে।' মেহবুবা বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, জনগণ বুঝতে পেরেছেন তাদের একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর দরকার, যারা নয়াদিল্লির ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে।'

ক্যানিংয়ে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার জোড়া মৃতদেহ

ক্যানিং, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : বন্ধ ঘর থেকে এক বৃদ্ধ দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় মিলন সংঘ এলাকার ঘটনা। মৃতদের নাম রঞ্জিত ব্যানার্জি (৮৫) ও কবিতা ব্যানার্জি (৭৬)। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ রঞ্জিতের বড় ছেলে চিরঞ্জীব ব্যানার্জি বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেন দুজনেই ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। পুলিশকে খবর দিলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই দম্পতি থাকতেন এই বাড়িতে। রঞ্জিত বাবু পেশায় পুরোহিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। বাড়ি থেকে বের হতে পারতেন না। স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাড়ির দোতলায় থাকতেন। ওনাদের ছোট ছেলে কলকাতা পুলিশে কর্মরত। বড় ছেলেও কর্মসূত্রে বারাসতে থাকেন। সেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে এসে বাবা মায়ের জন্য যাবতীয় বাজার, রান্না করে দিয়ে যেতেন। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করেই খেতেন এই বৃদ্ধ দম্পতি। গত ১৫ই এপ্রিল শেষ কথা হয়েছিল বাবা মায়ের সাথে। গত দুদিন ধরে চিরঞ্জীব একাধিক বার ফোন করলেও বাবা মা কেউই ফোন তোলেন নি। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি ক্যানিংয়ে ফেরেন। রাতেও বাড়ির সামনে এসে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করেন বাবা মাকে। কিন্তু কোন সাড়া পাননি। সোমবার সকালে এসেও ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে বাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন তিনি। ঘরে ঢুকেই বাবা ও মায়ের মৃতদেহ ঘরের দু জায়গায় পড়ে থাকতে দেখেন। পড়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অন্তত দুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওই দম্পতির। কবিতার মাথায় চোটের চিহ্ন রয়েছে। সঠিক কি কারণে মৃত্যু তা জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। চিরঞ্জীব বলেন, " আমি ও ভাই দুজনেই বাইরে থাকি। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি এসে মা বাবার জন্য রান্না করে বাজার করে দিয়ে যাই। দুদিন ধরে ফোনে পাচ্ছিলাম না ওনাদের। এর আগেও অনেকবারই ফোনে পাইনি। বয়সের ভারে ফোন ধরতে পারেন নি। তাই দুশ্চিন্তা করিনি। আজ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি দুজনের দেহ পড়ে রয়েছে।'

উদ্ধার মধ্যবয়সী দম্পতির মৃতদেহ

বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : জঙ্গল থেকে এক মধ্য বয়সী দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়ায়। সোমবার সকালে জয়পুরের জঙ্গলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দার বাসিন্দা গৌতম দে এবং তাঁর স্ত্রী অশোকা দে''র মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। ওই দম্পতির মৃতদেহ-র পাশে ১টি কীটনাশক ও ১ টি ঠান্ডা জলের খালি বোতল পড়ে ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ গিয়ে তড়িঘড়ি দেহ ২টি উদ্ধার করে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই দম্পতি দাম্পত্য কলহর জেরে ওন্দা থেকে জয়পুরে এসে জঙ্গলে ঢুকে ওই ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে তা খেয়ে স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে দম্পতির ছেলে অপূর্ব দে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ ২টি তাঁর বাবা এবং মায়ের বলে শনাক্ত করে সেখানেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে তিনি বলেন ''রবিবার সকাল থেকেই বাবা মায়ের মধ্যে অশান্তি চলছিল। এরপর একসময় তাঁরা ২ জনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের সন্ধান পাইনি। বাবা মায়ের খোঁজে বিভিন্ন থানার দ্বারস্থ হয়েছি। জয়পুরে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন। ভেবেছিলাম হয়তো সেখানে গেছেন। কিন্তু সেখানেও বাবা মাকে পাইনি। রবিবার অনেক রাত পর্যন্ত জয়পুরেই ছিলাম। রাতে ওন্দায় ফিরে আসি। এদিন সকালে জয়পুর থানার পুলিশের কাছে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি আমার নিখোঁজ বাবা এবং মায়ের দেহ পড়ে রয়েছে। কেন ওঁনারা এমন সিদ্ধান্ত নিলেন বুঝতে পারছি না। পুলিশ জানায়, এদিন সকালে জঙ্গলে পাতা কুড়োতে যাওয়া কিছু মানুষ দম্পতির দেহ দেখতে পান। তাঁরাই ঘটনাটি থানায় জানায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে মুক্ত করার

● প্রথম পাতার পর

করে সমস্ত মুসলিম বোনের জীবন সুরক্ষিত করেছেন।আগে হজ কোটা কমানো নিয়ে অনেক মারামারি হতো এবং ঘুষের কারণে শুধু প্রভাবশালীরাই হজে যেতে পারত। আমি সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্সকে ভারতের মুসলিম বোন ও ভাইদের জন্য হজ কোটা বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এখন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য হজ কোটাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভিসা পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে। বিজেপি সরকার মুসলিম মহিলাদের মহরাম ছাড়া হজে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, কংগ্রেস এবং সপার মতো দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলি কখনই জনগণের সমস্যার কথা চিন্তা করেনি। মধ্যস্বত্বভোগীদের লুটের কারণে মানুষ টাকা দিয়েও পুরো রেশন পায়নি। এখন আলিগড় এবং হাথরাসের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে এবং সম্পূর্ণ রেশন পাচ্ছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় এলাকার লক্ষাধিক পরিবারকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। মোদীর গ্যারান্টি হল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে, ৭০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে। দেশের কোটি কোটি ভোটারের ভোটের কারণে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা হচ্ছে। মোদী সরকার গত ১০ বছরে যা করেছে তা কেবল একটি ট্রেলার। বিরোধী নেতারা শুধু তু-তু-ম্যায়-ম্যাঁর রাজনীতি জানেন, কিন্তু মোদী দেশকে বিশ্বমঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই কারণেই বিরোধী দলগুলি বিজেপির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। বিজেপি সরকারের অধীনে আলিগড়ে একটি বিমানবন্দর এবং জেওয়ারে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। গাজিয়াবাদ-আলিগড় এবং আলিগড়-কানপুর জাতীয় মহাসড়ক তৈরি করা হয়েছে এবং হাথরাসকেও মথুরা-বরেলি এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। অমৃত ভারত যোজনার অধীনে, আলিগড় এবং হাথরাসের রেল স্টেশনগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এই এলাকায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজও শেষ হতে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, এত কাজ করার পরে যে কোনও ব্যক্তি বিশ্রাম নিতে চান। কিন্তু মোদী দেশের জন্য বাঁচেন এবং তিনি থামতে জানেন না। দেশের মানুষের স্বপ্নই মোদীর স্বপ্ন। মোদীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের জন্য উৎসর্গ করা। মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ২৪অ৭ কাজ করছেন। মোদী থামবেন না, মোদী ক্লান্ত হবেন না। মোদী দেশের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত উন্নত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। ইন্ডি জোটের নেতারা এতটাই হতাশায় নিমজ্জিত যে তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। ইন্ডি জোটের দলগুলো ক্ষমতালোভী, আর শুধুই নিজেদের পরিবারের উন্নয়নে ব্যস্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট এখন জনগণের উপার্জন এবং সম্পত্তির দিকেও নজর দিচ্ছে। কংগ্রেসের যুবরাজ বলছেন, তাঁদের সরকার গঠিত হলে কে কত আয় করে, কার কত সম্পত্তি, কার কত টাকা, কত বাড়ি, সব খতিয়ে দেখা হবে। কংগ্রেসের যুবরাজ আরও বলেছেন যে তাদের সরকার এলে জনগণের সম্পত্তি দখল করে তা বিলিয়ে দেওয়া হবে। এটি তাদের ইস্তেহারেও প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের মা ও বোনদের সোনার গহনা শুধুমাত্র বিশেষ অনুষ্ঠানে পরার জন্য নয় এটি মহিলাদের সম্পদ এবং অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এখন কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট আইন পরিবর্তন করে মা-বোনদের এইসব সম্পত্তি এবং তাদের মঙ্গলসূত্রের দিকেও নজর দিচ্ছে। সাধারণ চাকরিজীবী মানুষ তাদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং বিয়ের জন্য কত টাকা সঞ্চয় করে রেখেছে তাও খতিয়ে দেখতে একটি সমীক্ষা চালাতে চায় কংগ্রেস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে কংগ্রেসের এই চিন্তা মাওবাদীদেড় মতো চিন্তা। একই কাজ করে ইতিমধ্যেই বহু দেশ শেষ হয়ে গেছে এবং এখন কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট ভারতে একই নীতি বাস্তবায়িত করতে চায়। কংগ্রেস জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের উপর ভাগ বসাতে চায়। দেশের মানুষকে লুট করাকে কংগ্রেস তাদের জন্মগত অধিকার বলে মনে করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, কংগ্রেস এমন একটি দল যারা প্রতিরক্ষা খাতে ক্রয়েও কেলেঙ্কারিতে লিপ্ত। তারা কখনই প্রতিরক্ষা করিডোর তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু আজ বিজেপি সরকারের আমলে উত্তর প্রদেশ আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর সেনাবাহিনীর একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এখনো পর্যন্ত শ্রী যোগী আদিত্যনাথের আমলেই সর্বাধিক শিল্পের বিকাশ হয়েছে। শ্রী যোগী আদিত্যনাথের এক জেলা এক পণ্য প্রকল্প আজ সারা দেশে পরিচিতি পাচ্ছে। শ্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার রাজ্যে উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, উত্তরপ্রদেশের একজন সাংসদ হয়ে তিনি গর্বিত যে তাঁর রাজ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রী যোগী আদিত্যনাথের মতো একজন কঠোর পরিশ্রমী নেতা। কিছুদিন আগে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচ ফিলিপাইনে রপ্তানি করা হয়েছিল এবং আগামী দিনে এই ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র উত্তর প্রদেশে তৈরি করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে প্রতিরক্ষা করিডোরের পাশাপাশি এই অঞ্চলে একটি ফ্রেট করিডোরও রয়েছে। মালবাহী ট্রেনের জন্য আলাদা রুট তৈরি করা হয়েছে, যা অন্যান্য শিল্পকেও উপকৃত করবে। আলিগড়, হাতরাস এবং আশেপাশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি বিকশিত ভারতের অংশ। বিজেপি সরকার আলিগড়-এর তালা, হাতরাসের হিং, বস্ত্র শিল্প সহ অন্যান্য সমস্ত শিল্পের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে। এখানকার ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও মুদ্রা যোজনা থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। মুদ্রা যোজনার অধীনে, বিজেপি সরকার ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই এলাকায় অনেকে বিভিন্ন ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত, কেউ ভাস্কর, কেউ কুমোর, কেউ টেলারিং-এর কাজ করে। এই সমস্ত মানুষদের জন্য বিজেপি ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা এনেছে। এতে গরিব ও মধ্যবিত্তরা সরাসরি উপকৃত হবে। এটাই মোদীর গ্যারান্টি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, আলিগড় এবং হাতরাসে দরিদ্রদের জন্য ৪০ হাজারেরও বেশি স্থায়ী বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকা থেকে বাড়ি তৈরির সামগ্রীও কেনা হয়েছে। এর ফলে গরিবরা যেমন একদিকে ঘর পেয়েছে, তেমনই অন্যরাও কাজ পেয়েছে। বিজেপির সংকল্পপত্রে মোদীর গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে এবং তা থেকেও এলাকার ক্ষুদ্র শিল্প এবং স্থানীয় কারিগররা সরাসরি উপকৃত হবে। এই অঞ্চলটি গঙ্গা এবং যমুনা উভয়েরই আশীর্বাদধন্য। বিজেপি সরকার কিষান সম্মান নিধির মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। বিজেপি সরকার শস্য সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রকল্প চালু করেছে এবং আলু, টমেটো এবং পেঁয়াজ চাষীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণাগার তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে এই এলাকায় তীর্থযাত্রা ও পর্যটনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভূমি দেশকে দিয়েছে শ্রী কল্যাণ সিং এবং শ্রী অশোক সিংগালের মতো রত্ন। ৫০০ বছর অপেক্ষার পর একটি বিশাল রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। রাম মন্দিরের নাম শুনলেই বিরোধীদের ঘুম উড়ে যায়। বিরোধীরা এতটাই ক্ষুব্ধ যে তারা রামলালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠান আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেছে। অযোধ্যার বিশাল রাম মন্দির আজকের ভারতকে উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ করেছে। ভারতকে বিকশতি করতে, দেশে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র বিজেপি এবং এনডিএ দিতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জনসাধারণের কাছে বিজেপির পক্ষে রেকর্ড ভোট দেওয়ার, ভোটের দিনে ভোট উদযাপন করার এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বিজেপিকে বিজয়ী করার জন্য আবেদন করেছেন।

উদ্বেগ

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে ওরা কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। এই পাঁচ জনের মধ্যে দুজন রয়েছে নাবালক, ওরা একই পরিবারের সদস্য বলে জানা যায়। ওদের নাম আলিম উদ্দিন(৪৮), পিতার নাম মৃত আব্দুল হাসান, আব্দুল শুকুর(১৮), পিতার নাম শাহিদ হাসান, সানুয়ারা(৩৮),পিতার নাম শাহিদ হাসান ওরা মায়ানমার রিফুজি ক্যাম্প থেকে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

পা থেকে মাথা সবাই ধরা পড়বে শাস্তি পাবে : হুঙ্কার দিলীপের

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : 'এসএসসি পরীক্ষায় দুনম্বরি হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে। যারা পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পেয়েছিল, তাদের ভবিষ্যত নষ্ট হবে। এই সঙ্কট তৈরী করার দায় রাজ্যসরকার আর তৃণমূল নেতাদের। টাকা নিয়ে যারা এই অন্যায় করেছে, চাকরি দিয়েছে এবার তাঁদের খুঁজবে সিবিআই। পা থেকে মাথা সবাই ধরা পড়বে।' সোমবার বুদবুদে ২০১৬ র এসএসসি নিয়োগ বাতিলের আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়া রাজ্য সরকারকেই দায়ী করে কড়া আক্রমন করলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

রোজগার মতই সোমবার সকালে বর্ধমানের মির্জাপুর স্কুল মাঠে প্রাতঃ ভ্রমন ও দেওয়ানদীঘিতে চা-চক্র করেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তবে এদিন দেওয়ানদীঘিতে সমস্ত চা'' দোকান বন্ধ থাকায় বিস্ফোরক অভিযোগ করে তিনি বলেন,' আমি আসবো, তাই চা''য়ের দোকানগুলো বন্ধ করিয়েছে তৃণমূল। মানুষকে যে কষ্ট দিচ্ছে, এই নির্বাচন থেকে তার ফল ভোগ করতে হবে। এই রাজনীতি চলবে না।' রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনসভা নিজেকে টার্গেট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তবে সেপ্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ পাল্টা খোঁচা দিয়ে বলেন,' ভোট হলেই টার্গেট হয়ে যান উনি। তিনি তো বাঘিনী, আর ভোট আসলে বিড়ালের মত ম্যাঁও ম্যাঁও করে বলেন, আমাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। টার্গেট করা হয়েছে বলে মায়াকান্না শুরু করেন।' গঙ্গারমপুরে বিএসএফের গুলি চালানোর নিন্দার সঙ্গে দাবী করেন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর ভাইয়ের গুলি লেগেছে।

সে প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে দিলীপবাবু বলেন,' ওনার ভাই যদি শাজাহান- ভাদু শেখ হয়, তাহলে গুলিতো লাগবেই। যারা তোলাবাজি, গরিব মানুষের রেশন চুরি করবে। শৌচাগার, বাড়ী তৈরীর কাটমানি নেবে। তারা তো গুলি খাবেই। ওনার ওইসব ভাইয়ের কপালে ওটাই লেখা আছে।' তিনি আরও বলেন,' মমতা ব্যানার্জী যা কর্ম করেছেন, তার ফল ভোগ করতে হবে। নেতাদের চোর আর চোরেদের নেতা বানিয়েছেন। ভাবছিলেন বেঁচে যাবেন। তার কোন রাস্তা নেই। কোন সহানুভুতি নয়। প্রায়শ্চিত ওনাকে করতে হবে।' গতকাল অভিষেক ব্যানার্জী এক জনসভা থেকে বিজেপিকে আক্রমন করে বলেন,' মাথার চুল থেকে পা''য়ের নখ বিজেপির সব দু-নম্বরি। কোন ভদ্রলোক বিজেপি করে না।' তার জবাবে কড়া ভাষায় আক্রমন করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ' উনি কি ভদ্রলোক? যার বউ, চাকর সবাইকে ইডি তলব করছে। রাস্তায় বেরোলো লোকে চোর চোর বলছে। এই সংস্কৃতি ''ব্যানার্জী'' পরিবারই নিয়ে এসেছে।' রাজ্যের সবুজসাথীর সাইকেল বাংলাদেশের বাজারে চড়া দামে বিকোচ্ছে। সেপ্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন,' আগে অ্যাম্বুলেন্সে করে টাকা যেত। এখন সাইকেল বিলি করে ভোট নিচ্ছে। আবার ওই সাইকেল বাংলাদেশে পাচার করেছে। ভোটের পর তৃণমূলের অনেক নেতাও বাংলাদেশে চলে যাবে।'

প্রসঙ্গত, সোমবারই ২০১৬ সালে নিয়োগ হওয়া ২৩ হাজার৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রয়োজন হলে বাতিল হওয়া চাকরি প্রার্থীদের নিজেদের হেফাজতে নিয়েও তদন্ত চালাতে পারে সিবিআই। লোকসভা নির্বাচনের আবহে কলকাতা হাইকোর্টের এই বিচারের পরেই গোটা রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। এদিন দুপুরে বুদবুদের কর্মীসভায় যোগ দেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,' পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উন্নয়নের জন্য মোদিজীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর বিচারের জন্য আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এসএসসি পরীক্ষায় দুনম্বরি হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে। যারা পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পেয়েছিল, তাদের ভবিষ্যত নষ্ট হবে। এই সঙ্কট তৈরী করার দায় রাজ্য সরকার আর তৃণমূল নেতাদের। টাকা নিয়ে যারা এই অন্যায় করেছে, চাকরি দিয়েছে এবার তাঁদের খুঁজবে সিবিআই। ওটাই আসল কাজ। পা থেকে মাথা সবাই ধরা পড়বে। শাস্তি ওদের দিতেই হবে।' টাকা ফেরত প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,' পশ্চিমবঙ্গের বদনাম হয়েছে। রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি। এটার জন্য যারা দায়ী, তাদের জেলে যেতেই হবে। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদেরকে সুদসহ বেতন ফেরত দেওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে। আর যারা টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে তাদেরও সুদসহ টাকা ফেরত দিতে হবে।' এদিনের আদালতের রায় রাজ্য সরকার জোর ধাক্কা খেয়েছে। সেপ্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন,' রাজ্য সরকার গত কয়েক বছর ধরে আদালতে ধাক্কা খেয়ে আসছে। এরকম দুর্নীতির সরকার কখনই আসেনি। এটা ইতিহাস। তবে এই ধাক্কা সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

এসএসসি গোটা প্যানেল বাতিলের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে স্বাগত জানালেন শুভেন্দু অধিকারী

কুমারগঞ্জ, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : এসএসসি গোটা প্যানেল বাতিলের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে স্বাগত জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কুমারগঞ্জের জনসভা থেকে তাঁর মন্তব্য, 'যে সমস্ত তৃণমূল নেতারা দোকান খুলে এইসব চাকরি বিক্রি করেছিলেন এবং ২০২২ সালের ৫ মে ক্যাবিনেটের সভায় অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ সৃষ্টি করে যাঁরা অর্থের বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করেছিলেন, সেই সমস্ত মন্ত্রী এবং আমলাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে সিবিআই হেপাজতে ঢোকানো দরকার।'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে পুকুরে 'ইলিশ চাষ' এবং 'গোরুর গাড়িতে হেডলাইট' বলে ব্যঙ্গ করেন। একইসঙ্গে তৃণমূলের সন্ত্রাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটের দিনের জন্য তাদের লাঠিতে তেল মাখিয়ে রাখার পরামর্শ দেন শুভেন্দু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আমি আর সুকান্ত মজুমদার আপনাকে প্রাক্তন করে ছাড়ব।'আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৩০ লক্ষ কর্মপ্রার্থীদের পিঠে ছুরি মারা হল। এর জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আজকের রায় ঐতিহাসিক রায়। যাঁদের চাকরি গেল সেই প্রসঙ্গে আমি কিছুই বলব না। তবে তৃণমূল মানেই যে চোর আজকের রায়ের দ্বারা তা প্রমাণিত হল। বিজেপি রাজ্যে এলেই প্রতি বছর এসএসসি হবে এবং মেধা অনুযায়ী চাকরি মিলবে। পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটের কার্বন কপিও হাতে পাবেন।'

পীযুষ

● প্রথম পাতার পর

৯ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৪৩টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৫০ টাকা মূল্যের ২২ হাজার ৩৯২ কেজি ২৩ গ্রাম গাঁজা, ৩ কোটি ৯১ লক্ষ ১ হাজার ৩৪০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬১৬ বোতল ফেন্সিডিল, ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৬০৬ টাকা মূল্যের ২৪ হাজার ৫২০ বোতল বিলেতি মদ, ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার ৫৮২টি গবাদি পশু, ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১২ হাজার ৪০৯টাকা মূল্যের ৫.৬৬২৫৬৫ কেজি স্বর্ণ এবং ৬০ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭১৮ টাকা মূল্যের অন্যান্য পাচার সামগ্রী বিএসএফ উদ্ধার করেছে। তাঁর কথায়, মোট ৯৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮২৩ টাকা মূল্যের পাচার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, ওই সময়ের মধ্যে বিএসএফ ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ২৪ লক্ষ ১৪ হাজার ২০০টি গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। সাথে তিনি উদ্বেগের সুরে বলেন, সারা রাজ্যে সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ প্রতিনিয়ত ঘটছে। ওই সময়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য ১০১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে অনুপ্রবেশ বিএসএফের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার বাণিজ্য মোকাবিলায় বিএসএফকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তাতে, অনেক সময় স্থানীয়দের সাথে বিএসএফকে সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তিনি জোর গলায় বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা নন-ল্যাথেল অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। সীমান্তে পাচারকারীদের দৌরাত্ম মোকাবিলায় বিএসএফ ওই অস্ত্র ব্যবহার করে থাকেন।তাঁর বক্তব্য, অনুপ্রবেশে এপার এবং ওপারের দালালরা যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। কিছুদিন আগে এনআইএ এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে রাজ্যে ২৯ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনো আরও বিরাট সংখ্যায় দালাল রাজ্যে রয়েছে। ফলে, অনুপ্রবেশ থামানো মুশকিল হচ্ছে। এক তথ্য তুলে ধরে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস জানিয়েছেন, বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রমে ধৃত ১০১৮ জন ভারতীয় ও বাংলাদেশী নাগরিকের মধ্যে ৪৯৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক, ৩৯৬ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ১২৪ জন ভিন রাষ্ট্রের নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে, ২০২৩ সালে ৩৩৭জন নাগরিককে বেআইনীভাবে সীমান্ত পারাপারে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই ৩৩৭ জনের মধ্যে ২১৯ জন পুরুষ, ৯৩ জন মহিলা, ২৪ জন শিশু এবং তৃতীয় লিঙ্গের একজন রয়েছেন। এদিকে, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রমে ১৬১ জনের মধ্যে ৯৩ জন পুরুষ, ৪৩ জন মহিলা, ১৯ জন শিশু এবং তৃতীয় লিঙ্গের একজন রয়েছেন।তাঁর বক্তব্য, ইতিপূর্বে ৬৭ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা উন্মুক্ত ছিল। বর্তমানে ৭ কিলোমিটার এলাকা কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৬০ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় আগামী ১ বছরের মধ্যে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, সীমান্তে জিরো লাইনে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণে জটিলতা রয়েছে। অথচ, সেখানে ভারতীয় নাগরিকদের বসবাস রয়েছে। মূলত, সীমান্তে সমতলতার সমস্যার কারণে ওই কাঁটা বেড়া নির্মাণে বিলম্ব হচ্ছে। সেখানে সিঙ্গেল লাইন কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণে প্রক্রিয়া চলছে।

লুট করতো

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি বিরুদ্ধে কখনোই ছিল না। কারণ, ২৫ বছর কমিউনিস্ট জনজাতিদের শোষণ করেছিল।তাঁর কটাক্ষ, সিপিএমের আমলে ত্রিপুরাবাসী ক্যাপ্সুল চাল খেতেন। কারণ , ২৫ বছর কমিউনিস্ট গরীবদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাঁদের লুন্ঠন করত। তাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যবাসীকে বিক্রি করা তাঁদের পেশা ছিল। তাই তাঁরা গরীবের দুঃখ বোঝে না বলে বিদ্রুপের সুরে বলেন।এদিন তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, কম্যুনিস্টের শাসনকালে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের জন্য কোনো সমাধান নেয় নি।কারণ , দিল্লী থেকে শরণার্থীদের জন্য আসা টাকা থেকে সিপিমের ক্যাডাররা কমিশন নিতেন। কিন্তু বিজেপি সরকার মাত্র ৬বছরের ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী বসবাসের জন্য সমাধান করেছে।তাই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনেও বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে কমিউনিস্টদের চিরতরে বিদায় জানানো হোক।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দাস চৌধুরীর বাসভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বিধায়কের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি।

দপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

তাপমাত্রা থাকবে এবং তার বেশিও থাকতে পারে। তাছাড়া এই সময় ত্রিপুরার কিছু জেলায় আর্দতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছাড়া, আগামী তিন দিন ঊনকোটি, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ধলাই জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।গরম এবং আর্দ আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছে।রোদে বের হওয়া এড়িয়ে চলতে, তৃষ্ণা না পেলেও পর্যাপ্ত জল এবং যতবার সম্ভব পান করতে , হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা এবং ছিদ্রযুক্ত সুতির কাপড় পরিধান করতে, প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করতে , ভ্রমণের সময় সাথে পানি নিয়ে যান, ওআরএস ব্যবহার করুন, ঘরে তৈরি পানীয় যেমন লস্যি, তোরানি (ভাতের জল), লেবুর জল, বাটার মিল্ক ইত্যাদি। শরীরকে পুনরায় হাইড্রেট করতে সাহায্য করে বলে জানানো হয়েছে।

কর্মচারী

● প্রথম পাতার পর

৪০-সাবরুম বিধানসভা ক্ষেত্রে ৮৫ উদ্ধ বয়স্ক নাগরিক এবং দিব্যংগজনদের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালে সেকেন্ড পোলিং অফিসার গৌতম সাহা তৃতীয় ব্যক্তিকে ছবি তোলা এবং ভিডিও করার অনুমতি দিয়েছেন বলে ২-পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রের (সংরক্ষিত) রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলাশাসক ও সমাহর্তার তদন্তে প্রমাণিত হয়।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের জন্য ৩০ সংরক্ষিত ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে যা পূর্বতন সরকারের সময়কালে ভুলেও ভাবতে পারেনি।

প্রযুক্তি শিক্ষায় পথ দেখাচ্ছে স্টিম এক্সপেরিয়েনশিয়াল লার্নিং

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : ছোট থেকেই যাতে প্রযুক্তিগতভাবে পারদর্শী হওয়া যায় তার জন্য পড়ুয়াদের বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয় আওয়ার লেডি ক্যুইন অব দ্য মিশন স্কুল। সম্প্রতি স্টিম এক্সপেরিয়েনশিয়াল লার্নিং এর মাধ্যমে মিউজ ভেনশন প্রকল্পের সূচনা হয়। তাতে প্রথম অংশগ্রহণ করে আওয়ার লেডি ক্যুইন অব দ্য মিশন স্কুল।শনিবার এই নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। পড়ুয়ারা যাতে তাদের প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে ও পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য স্টিম এক্সপেরিয়েনশিয়াল লার্নিং অপরিহার্য। উল্লেখ্য, স্টিম বা এস টি ই এ এম-এর সম্পূর্ণ কথাটি হলো সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস ও ম্যাথমেটিক্স। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান সেন্টারের ডিরেক্টর এলিজাবেথ লি, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর, আওয়ার লেডি ক্যুইন অব দ্য মিশন স্কুলের প্রতিনিধি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। পড়ুয়ারা এদিন তাদের বানানো বেশ কিছু মডেলও প্রদর্শন করেন।

হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

ক্রান্তি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : লোকালয়ে হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। সোমবার সকালে ক্রান্তি ব্লকের ঝাড়মাঝগ্রামের মহুয়া তলায় একটি পরিত্যক্ত মাঠে একটি মৃত হরিণ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় আপালচাঁদ রেঞ্জ অফিসে।

এরপর আপালচাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আপালচাঁদ রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিণটির দেহ ময়নাতদন্তের পরেই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

ক্রীড়াঙ্গন

হিরামণির দুরন্ত বোলিং, মহিলা ক্রিকেটে জুটমিলকে হারিয়ে ফাইনালে এ.ডি নগর

জুটমিল সি সি-৫২

এ ডি নগর পি সি-৫৩/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুটমিলকে হারালো এ ডি প্লে সেন্টার। প্রত্যাশিতভাবেই ফাইনালে উঠলো শক্তিশালী এ ডি নগর প্লে সেন্টার। খেতাবি দখলরে লড়াইয়ে এ ডি নগর প্লে সেন্টার খেলবে এগিয়ে চলো সঙ্ঘের বিরুদ্ধে।

২৪ এপ্রিল এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট আসরে। সোমবার মেলাঘরের শহীদ কাজ ময়দানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে এ ডি নগর পি সি অনায়াসেই পরাজিত করে জুটমিল কোচিং সেন্টারকে। জুটমিলের গড়া মাত্র ৫২ রানের জবাবে এ ডি নগর ১৭.৪ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের হিরামমি গৌর ৪ উইকেট নিয়েছেন।

এ ডি নগরকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে এমন প্রত্যাশায় আশায় বুক বেধেছিলেন জুটমিলের ক্রীড়া প্রেমীরা। কার্যত তার ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। দলীয় ব্যাটর্সদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় শুরু থেকেই খাদের ইকনারায় চলে যায় মনোজিৎ দাসলের দল।

মাত্র ২৭.৩ ওভারে ব্যাট করার স্কোরবোর্ডে ৫২ রান তুলতেই সব উইকেট হারিয়ে বসে। দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া ব্যর্থ হতেই 'তাসের ঘরের' মতো ভেঙ্গে যায় জুটমিলের ইনিংস। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং শিউলি চক্রবর্তী ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। ওই দুজন ছাড়া দলের আর কেউ দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি।

এ ডি নগরের পক্ষে হিরামণি গৌর ২২ রানে ৪ টি, প্রীয়াঙ্কা আচার্য ৫ রানে এবং পারমিতা চক্রবর্তী ৫ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। মূলত: হিরামণির আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনেই দিশেহারা হয়ে পড়ে জুটমিল। জবাবে খেলতে নেমে এ ডি নগর ১৭.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের পক্ষে মৌটুসী দে ৪৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং প্রীয়াঙ্কা আচার্য ৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ (অপ:) রান করেন। জুটমিলের পক্ষে নিকিতা সরকার ১০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে সংহতি চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি-টোয়েন্টি ট্রফি এবার সংহতির ঘরে। টি-টোয়েন্টি আসরেও রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। সুপার ডিভিশনের পর টি-টোয়েন্টির ফাইনালেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বিজিত দল হিসেবে রানার্স খেতাব পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সংহতি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সকাল দশটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তেজস্বী যশোয়ালের ৪২ রান এবং অঙ্কিত প্রতাপ সিংয়ের ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। সংহতির সমরেশ দাস ২৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের ব্যাটিং দৌড়াত্ম থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার ১৬ বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সম্রাট সুত্রধরের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের প্রিন্স রানা এবং অভিজিৎ সরকার দুটি করে উইকেট পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ প্রথা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস চার উইকেট এর ব্যবধানে চলমান সংঘকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। অপরদিকে সংহতি ক্লাব সাত উইকেট এর ব্যবধানে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছিল।

রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ানস ম্যাচ, হেড টু হেড রেকর্ড ও সামগ্রিক পরিসংখ্যানে কোন দল এগিয়ে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের। ম্যাচের আগে হেড-টু-হেড রেকর্ড এবং পরিসংখ্যানে কারা এগিয়ে।

আইপিএলে আরআর বনাম এমআই হেড-টু-হেড:

**ম্যাচ হয়েছে: ২৯টি

**রাজস্থান রয়্যালস জিতেছে : ১৩টি

**মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জিতেছে : ১৫টি

**কোন ফলাফল হয়নি: ১টি

**শেষ ফলাফল : আরআর ৬ উইকেটে জিতেছে (২০২৪)।

সাওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে আরআর সার্বিক আইপিএল রেকর্ড:

**ম্যাচ হয়েছে: ৫৬টি

**রাজস্থান রয়্যালস জিতেছে: ৩৬টি

**রাজস্থান রয়্যালস হেরেছে : ২০টি

**শেষ ফলাফল: আরআর পিবিকেএসকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে (২০২৪)

আরআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ানস আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান :

**সঞ্জু স্যামসন (আরআর) : ২০ ইনিংসে ৬০২ রান।

**জস বাটলার (আরআর) : ৯ ইনিংসে ৪৯৮ রান।

**সূর্যকুমার যাদব (মুম্বই ইন্ডিয়ানস/ আরআর): ১০ ইনিংসে ৪১৪ রান।

আরআর বনাম এমআই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট:

**জাসপ্রিত বুমরাহ (এমআই): ১৩ ম্যাচে ১৭ উইকেট।

**ধওয়াল কুলকার্নি (এমআই/ আরআর) : ১৪ ম্যাচে ১৭ উইকেট।

**কিরন পোলার্ড (এমআই): ১৬ ম্যাচে ১৬ উইকেট।

এফএ কাপ : দ্বিতীয় সারির দল কভেন্ট্রি সিটিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে ম্যানইউ

ম্যানচেস্টার, ২২ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার রাতে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময়ের খেলায় ৩-৩ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিত থাকার পর টাইব্রেকারে কভেন্ট্রি সিটিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার (২০ এপ্রিল) এফএ কাপের প্রথম সেমিফাইনালে চেলসিকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এর ফলে আরও একটি ম্যানচেস্টার ডার্বি হতে চলেছে।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দল কভেন্ট্রি সিটিকেই হারাতে ঘাম ঝরাতে হয়েছে টেন হ্যাগের ইউনাইটেডকে। টাইব্রেকারে কাসেমিরোর শট ফিরিয়ে দিয়েও দারুন শুরু করেছিলেন কভেন্ট্রির গোলরক্ষক। এরপর প্রথম দুই শটেই গোল করে এগিয়েও গিয়েছিল দলটি। কিন্তু ক্যালাম ও'হেয়ারের নেওয়া তৃতীয় শটটি ফিরিয়ে দেন আন্দ্রে ওনানা। কভেন্ট্রি গোল করতে পারেনি চতুর্থ শটেও। আর ওদিকে দিয়োগো দালোত, ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন, ব্রুনো ফার্নান্দেজের পর হইলুন্দও গোল করে ফাইনালে তুলে দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে।

বার্সেলোনাকে হারিয়ে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ

সান্তিয়াগো, ২২ এপ্রিল (হি.স.): রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জিতে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল কার্লো আনচেলত্তির দল।

রবিবার রাতে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের ক্লাসিকোয় ৩-২ গোলে জিতল রিয়াল মাদ্রিদ।

এর ফলে লিগ টেবিলে বার্সেলোনার চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে গেল রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। এই নিয়ে চলতি মরসুমের তিনটি ক্লাসিকোতেই জিতল রিয়াল।

আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের গোলে বার্সেলোনা এগিয়ে যায়।

এরপর ভিনিসিউস জুনিয়র ১-১ করেন।

আবার ফেরমিন লোপেসের নৈপুণ্যে সফরকারীরা এগিয়ে যায়। এরপর সমতা টানেন লুকাস ভাসকেস।

ম্যাচের শেষ দিকে ব্যবধান গড়ে দেন জুড বেলিংহ্যাম।

এবারের লা লিগায় তার গোল হয়ে গেল ১৭টি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোলের সংখ্যা ২১।

৩২ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৬ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৮১। সমান ম্যাচে ২১ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা।

ফুলহ্যামকে হারিয়ে লিগ টেবিলে আর্সেনালের পাশে বসল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল লিভারপুল

লিভারপুল, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : ফুলহ্যামের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের পথে ফিরল লিভারপুল। সেইসঙ্গে পয়েন্টের হিসেবে ছুঁয়ে ফেলল শীর্ষে থাকা আর্সেনালকে। রবিবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। লিগে দুই ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল লিভারপুল। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর সমতা টানেন টিমোটি কাস্তানি। দ্বিতীয়ার্ধে রায়ান খাফেনবেখের গোলে লিভারপুল আবার এগিয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় গোলটি করেন দিয়োগো জটা। এই জয়ে আবার লিগ শিরোপার লড়াইয়ে ফিরল লিভারপুল। ৩৩ ম্যাচে ২২ জয় ও ৮ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৪। আর সমান পয়েন্ট থাকলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকার জন্য শীর্ষে থাকল আর্সেনাল। আর এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেল তৃতীয় স্থানে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভোট কর্মীকে দেখতে গেলেন পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভোট কর্মীকে দেখতে গেলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের রিটানিং অফিসার ডঃ বিশাল কুমার। পাশাপাশি আহত ভোট কর্মীর চিকিৎসার জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন , পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণের দিন ভোট কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ভোট কর্মী সুভাষ দাস। সদর মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম জারুলবাছাই হাড়িয়াপাড়া জে বি স্কুলের শিক্ষক সুভাষ দাস ভোটের কাজে গিয়ে পা পিছলে পড়ে আহত হন। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।এদিন তিনি আরও বলেন, এদিন তিনি আহত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে তিনি ভালোভাবে কথা বলতে পারছেন এবং খাবার খেতে পারছেন।

এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম রবি কুমার দেববর্মা। জানা গেছে গড়িয়া পূজা দেখতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন চম্পকনগর এলাকার রবি কুমার দেববর্মা। কিন্তু তারপর আর তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথাও তার কোন হদিস মেলেনা। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় চম্পকনগর ফাঁড়ি থানার অন্তর্গত শুভামনিপাড়া এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে দেখতে পান এলাকাবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় চম্পক নগর ফাঁড়ি থানাতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে ঘটনাটি খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

ধস পড়ে মৃত্যু এক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ঘরের দেওয়াল ধসে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বাড়ির মালিকের। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক শ্রমিক। আজ এডি নগর বেলাবড় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , আজ এডি নগর বেলাবড় এলাকার বাসিন্দা লিটন রুদ্র পাল নিজ ঘরের দেওয়াল ভাঙার কাজ করছিলেন। আচমকাই দেওয়াল ধসে পড়ে। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বাড়ির মালিক লিটন রুদ্র পালের। সাথে গুরুতর আহত হয়েছে নকল রুদ্র পাল। পরিবারের সদস্যরা সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকল কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক লিটন রুদ্র পালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত শ্রমিক নকল রুদ্র পাল বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গরমে জ্বলছে বাংলাদেশ , ৭২ ঘন্টার 'হিট অ্যালার্ট' জারি, ঢাকাসহ বাংলাদেশে ৭ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ২২।। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশ জুড়ে মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আগামী ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিন ধরে এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে জানিয়ে হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপপ্রবাহ। তাঁতানো রোদে দমবন্ধ অবস্থা এখন বাংলাদেশের প্রকৃতিতে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। তীব্র তাপপ্রবাহে গলে যাচ্ছে সড়কের পিচ। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউই। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের মানুষের হাঁসফাঁস

অবস্থা তৈরি হয়েছে। অসহনীয় এ গরমের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বাংলাদেশে ৭ দিনের জন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। রবিবার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে যশোরে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৪২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় তাপমাত্রা রয়েছে ৪০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার তীব্র গরমে হিটস্ট্রোকে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে চলমান তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতিতে সারা বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর পর্যাপ্ত শয্যা খালি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। রবিবার সকালে সারা বাংলাদেশের হাসপাতালের পরিচালক, সিভিল সার্জনদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

অল্পেতে রক্ষা পেল রুখিয়া বৈদ্যুতিক দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। অল্পেতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল সিপাহীজলা জেলার রুখিয়া বৈদ্যুতিক প্রজেক্ট।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আচমকা রুখিয়া বৈদ্যুতিক প্রজেক্টের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমারে শর্ট সার্কিট এর ফলে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গেই রুখিয়া বৈদ্যুতিক প্রজেক্টের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দিয়েছেন বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা একটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ কর্মীদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খাবারে বিষক্রিয়া পুণেতে অসুস্থ ৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়া

পুণে, ২২ এপ্রিল (হি. স.): খাবার খেতেই বিপত্তি। বমি, পেট ব্যথার উপসর্গ দেখা গেল একের পর এক পড়ুয়ার। দেখতে দেখতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়া। তাদের ভর্তি করাতে হয় হাসপাতালে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুণেতে। সেখানে একটি প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে ৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। বর্তমানে পড়ুয়াদের অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত খাবারে বিষক্রিয়া থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে পড়ুয়ারা।জানা গিয়েছে, ওই কোচিং সেন্টারে মূলত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পড়ানো হয়। ৫০০-রও বেশি পড়ুয়া ওই কোচিং সেন্টারে পড়ে। রবিবার রাতে কোচিং সেন্টারে খাবার খাওয়ার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ৫০ জন পড়ুয়া। তাদের পেট ব্যথা, বমি, ডায়েরিয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়। একের পর এক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বর্তমানে পড়ুয়াদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।

এমসিসি লঙ্ঘনের দায়ে হাইলাকান্দিতে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত শিক্ষক

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি (এমসিসি) লঙ্ঘনের দায়ে লালা শিক্ষা ব্লকের কৈয়া এমই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক খলিলুর রহমান মজুমদারকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তা সুরঞ্জনা সেনাপতি আজ ২২ এপ্রিল সোমবার এক আদেশে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে খলিলুর রহমান মজুমদারকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।খলিলুর রহমানকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি মডেল কোড অব কন্ডাক্ট লঙ্ঘন করে সোশাল মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। যার প্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি ৬(১), ১৯৬৪—এর বিধান অনুসারে খলিলুর রহমান মজুমদারকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।বরখাস্তের সময়কালে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া তিনি হেড কোয়ার্টার ত্যাগ করতে পারবেন না। তাছাড়া সাময়িক বরখাস্তের সময়কালে তাঁকে কোনও পেশা বা ব্যবসায় নিয়োজিত না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা সুরঞ্জনা সেনাপতি উল্লেখ্য, হাইলাকান্দি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক তথা অ্যাডিশ্যনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের লিখিত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তা সেনাপতি খলিলুর রহমানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।হাইলাকান্দির মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির প্রেরিত আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন সম্পর্কিত পত্রের প্রেক্ষিতে খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিল এমসিসি সেল।

অবৈধ ভাবে পাচার বানিজ্য চালানোর সময় বিএসএফ'র গুলিতে নিহত এক বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২২ এপ্রিল।। সোমবার সকাল ছয়টা নাগাদ বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া গ্রামে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক বাংলাদেশী যুবকের। ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। পরিস্থিতি এখনো থমথমে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বক্সনগর ব্লক ও কলমচৌড়া থানা এলাকার পুটিয়াসহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাকে ব্যবহার করে নিয়মিত সীমান্তে পাচার বাণিজ্য চলছে। সোমবার সকাল ছয়টা নাগাদ ঘটনাটি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নজরে আসতেই বাংলাদেশী যুবক হাসানকে বাধা দেওয়া হয়।তাকে দাঁড়ানোর কথা বলা হয় বলে খবর।অভিযোগ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানাধীন এলাকার মোঃ হাসান ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করেনি।

সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে হাসান ভারতের ভুখণ্ডের জিরো পয়েন্টে এলাকায় পরিচিত অংশে থাকার সময় ঘটে অঘটন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করায় তাকে উদ্দেশ্য করে বাহিনীর তরফে গুলি চালানো হয় বলে জানা যায়।এই গুলি গিয়ে তার পেটে লেগেছে বলে খবর।

পরে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন স্থানীয় লোকজন তাকে টেনে উপার সীমান্তে নিয়ে যায়।দ্রুত হাসান কে কুমিল্লা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।এই ঘটনায় বাংলাদেশের সালদা নদী এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের শিবির এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ পাচার বানিজ্য বন্ধ করতে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলেও কিছু পাচারকারী এখনো সীমান্তে রমরমা পাচার বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এই পাচার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে গবাদি পশু থেকে শুরু করে নানা ধরনের মশলা ও চিনি।সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এতে বাধাদান করলে প্রায়ই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে পাচারকারীদের শুরু হয় খন্ডযুদ্ধ।

নেশা কারবারির বাড়িতে হামলা এলাকাবাসীর আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ এপ্রিল।। নেশা কারবারীর বাড়িতে এলাকাবাসীর আক্রমণের ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয় বাড়িঘর সহ গাড়ি। ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন নেশা কারবারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বিশালগড় মধ্য লক্ষীবিল মুড়াবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণ জানা যায়, বিশালগড় মধ্য লক্ষীবিল মুড়াবাড়ি এলাকায় নেশা কারবারি জসীম উদ্দীনের বাড়িতে আক্রমণ চালায় এলাকাবাসীরা। ভেঙে চুরমার করে দেয় বাড়িঘর সহ গাড়ি, বাইক এবং ঘরে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র।

জানা যায় জসিম উদ্দিন দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকায় বিভিন্ন নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে এলাকার যুবকদের নেশা আসক্ত করে তুলছে। এলাকাবাসী তাকে বিভিন্নভাবে এলাকায় নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করতে বারণ করেছেন। কিন্তু এলাকাবাসীর কথায় কর্ণপাত করেনি নেশা কারবারি জসীমউদ্দীন। বাধ্য হয়ে রবিবার রাতে এলাকাবাসী তার বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধোর চালায় নেশাকারবারী জসীমউদ্দীনের বাবার উপর। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। নেশাকারবারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে কমলপুরে জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ এপ্রিল।। ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে জয়ী করার আহ্বানে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রতিদিনই প্রচারে অংশ গ্রহন করেছেন নেতৃত্বরা। কমলপুর মহকুমার সদর থেকে দূরবর্তী পাহাড়ী জনপদের রামগুনা রিয়াং পাড়া, সিম্বুকচক রিয়াং পাড়া এবং আশাপুর্ণের ত্রিপুরী পাড়ায় পর পর তিনটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং, ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব অঞ্জন দাস, বদরবোম হালাম,ব্রজেন্দ্র দাস, রাজকুমার দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বক্তারা বলেন বিজেপির সব ব্যানার, হোর্ডিং -এ লেখা হচ্ছে এবং বক্তৃতায় বলা হচ্ছে মোদির গ্যারিন্টি। এই গ্যারিন্টির মানে কি? মানে হচ্ছে: মানুষকে মিথ্যে কথা বলে ধোঁকা দেওয়া। আর রাম নামের ঘুম পাড়ানি ঔষধ খাইয়ে জনগণের ভোট পাওয়া। পাখির ডিম ফুটলে পাখির বাচ্চা জন্মানোর গ্যারিন্টি থাকে। কিন্তু জাল ডিগ্রিধারীর গ্যারিন্টি মানেই মিথ্যে কথা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতির গ্যারিন্টি, এটাই মোদির গ্যারিন্টি। আর ত্রিপুরার ৬ বছরের লাগাতর অপশাসনের শিকারে মানুষ ক্ষুব্দ বলে দাবি করেন বিরোধীরা। এই সমস্যা গুলি থেকে পরিত্রাণ পেতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর পক্ষেই ভোট দান করার আহবান করেন নেতৃত্বরা এদিন।

ছিনতাইবাজকে আটক করে পুলিশের হাত দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ এপ্রিল।। কুখ্যাত ছিনতাইবাজ তথা নেশাকারবারি জুয়েল আহমেদ সহ তার তিন সহযোগীকে আটক করে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। ঘটনার সোমবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায়। এই জুয়েল আহমেদ দুবার এনডিপিএস মামলায় ও একবার চিটিং মামলায় জেল খেটে এসেছে।

সম্প্রতি বিশালগড় থেকে বক্সনগর রোডে যাওয়া সমস্ত দু'নম্বরি গাড়িগুলিকে আটক করে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে তার পেশা। সোমবারও পুরোনো একই কায়দায় ঘনিয়ামারা এলাকার একটি ক্লাবের নাম করে গাড়ি থেকে অর্থ আদায় করতে গিয়ে সানীয়দের নজরে পড়ে বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গেই জুয়েল সহ তার তিন সহযোগী বাদল হোসেন, রাকিব হোসেন ও দেলোয়ার হোসেনকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা।

তীব্র পানীয় জলের সংকট ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে

হাফলং (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের জেলা সদর শহর হাফলঙে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। এমনিতে সারা বছরই হাফলং শহরে পানীয় জলের সমস্যা লেগে থাকে। এর ওপর প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়ে যায় জলের তীব্র সঙ্কট।এ মুহূর্তে হাফলং শহরে জলের জন্য হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। হাফলং শহরের বিভিন্ন এলাকায় গত আড়াই থেকে তিন মাস ধরে জল সরবরাহ করেনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। শুকনোর মরশুম শুরু হওয়ায় পানীয় জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। তাই হাফলঙের নাগরিকদের এখন কেনা বা বৃষ্টির জলের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে। তবে বৃষ্টিও তেমন না হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে গেছে। তাই বৃহত্তর হাফলং এলাকার মানুষকে এখন কেনা জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। হাফলং শহরে বর্তমানে প্রতি আড়াই হাজার লিটার জল বিক্রি হচ্ছে ১২ শো থেকে ১৪ শো টাকায়।

উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনই হোক কিংবা বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচন, নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন সভায় বলতে শোনা যায়, এবার নির্বাচনে জয়ী হলে প্রথমেই হাফলং শহরের জলের সমস্যার নিরসন করা হবে। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ওই সকল নেতা তাঁদের প্রদত্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ফুটিয়েছিলেন পরিষদের হাফলং থেকে বিজেপির প্রার্থী জয়ী হলে প্রথমে হাফলং শহরে জলের সমস্যার সমাধান করা হবে। অথচ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর জলের সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। কাগজে-কলমে হাফলং শহরের জলের সমস্যা মেটাতে সরকার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যা পরিষদের নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল ওই টাকায় জলের সমস্যা মেটাতে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

শিলচর সংসদীয় আসনে বিজেপিকে পূর্ণ সমর্থন শিবসেনার

শিলচর (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শিলচর সংসদীয় আসনের বিজেপি-প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে পূর্ণ সমর্থন করেছে শিবসেনা বরাক ভ্যালি কমিটি। আজ সোমবার আইরংমারায় বিজেপি-প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যের সঙ্গে শিবসেনার বরাক ভ্যালি কমিটির এক প্রতিনিধি দল দেখা করে তাঁদের সমর্থনের বিষয়টি জানান।

এ ব্যাপারে বিজেপি-প্রার্থী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য জানান, শিবসেনা অসম রাজ্য কমিটির কর্মকর্তা ভোটে সমর্থন করার বিষয়ে জানিয়েছেন। এদিন প্রতিনিধি দলে শিবসেনা বরাক ভ্যালি কমিটির আহ্বায়ক শেখর দে, বিশ্বজিৎ আচার্য, গৌতম তালুকদার, রাজু চৌধুরী, রাণু দত্ত, তাপস নাথ প্রমুখ ছিলেন।

উল্লেখ্য, শিবসেনা বরাক ভ্যালি কমিটিও চায় নরেন্দ্র মোদী যেন তৃতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারেন। আর এর জন্য শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে দিল্লিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। শিবসেনা বরাক ভ্যালি কমিটির মতে, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবসান ঘটানো, মুসলিম মহিলাদের তিন তালাক তুলে দেওয়া, রামমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশব্যাপী হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রসার ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তাছাড়া অসমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিজেপি প্রার্থীকে বিজয়ী করা প্রয়োজন বলে মনে করে শিবসেনা। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ভোট বিভাজন না করে সামগ্রিকভাবে বিজেপি প্রার্থীকে জয়যুক্ত করাই উচিত বলে মনে করেন তাঁরা। শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিব সৈনিকেররা জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান সৈনিকরা।

আগামী ২৪ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশের আটটি কেন্দ্রে পুনর্ভোট

ইটানগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ২৪ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশের আটটি কেন্দ্রে পুনর্ভোটের নির্দেশ দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। গত ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংসদীয় ও বিধানসভা নির্বাচনে ওই আটটি কেন্দ্রে ভোট প্রক্রিয়ায় গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্ভোটের নির্দেশ নিয়েছে ইসিআই।যে সব কেন্দ্রে পুনর্ভোট হবে সেগুলি যথাক্রমে পূর্ব কামেং জেলার বামেং নির্বাচনী এলাকার সারিও ভোটকেন্দ্র, কুরুংকুমে জেলার নিয়াপিন নির্বাচনী এলাকার ল্যাংটে লোথ, সিয়াং জেলার রুমগং নির্বাচনী এলাকার অধীন বোগনে, মোলোম এবং আপার সুবনসিরি জেলার নির্বাচনী এলাকার নাচো বিধানসভা ক্ষেত্রের ডিংসার, বোগিস সিয়ুম, জিম্বারি ও লেঙ্গি।ভোটগ্রহণের সময় নির্দিষ্ট দিন সকাল ৬-টা থেকে বেলা ২-টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ভোট শেষ হওয়ার পরপরই ফর্ম ১৭এ পরীক্ষা করার কথা বলেছে ইসিআই।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৯ এপ্রিল রাজ্যের দুটি সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পাথারকান্দি থেকে এক লক্ষের বেশি ভোটে লিড নেবেন বিজেপি-প্রার্থী কৃপানাথ, দাবি মন্ত্রী জয়ন্তমল্লের

পাথারকান্দি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকা থেকে এক লক্ষের বেশি ভোটে লিড নেবেন ৭ নম্বর করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনে বিজেপি-প্রার্থী কৃপানাথ মালা। আজ সোমবার পাথারকান্দির মুণ্ডমালা ময়দানে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে এই দাবি করেছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সফরের পর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারে দলীয় প্রার্থী কৃপানাথ মালার হয়ে আজ পাথারকান্দিতে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সভায় ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া। পাথারকান্দির মুণ্ডমালায় অবস্থিত খেলার মাঠে সকাল সাড়ে ১১টায় শুরু হয় নির্বাচনী বিজয় সংকল্প সভা। স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে এদিনের সভার কাজ শুরু হয়। জনসভায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে মন্ত্রীর জনসভায় কমপক্ষে দশ হাজার জনতা উপস্থিত ছিলেন।সমাবেশে জনসমাগম দেখে মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বলেন, ৭ নম্বর লোকসভা আসনে বিজেপি-প্রার্থী কৃপানাথ মালার বিজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পাথারকান্দি থেকে এক লক্ষের বেশি ভোটে লিড পাবেন কৃপানাথ। মন্ত্রী তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, পাথারকান্দির বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। যাতে এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা বেশি করে কর্মসংস্থান লাভ করতে সক্ষম হন।সভা শেষে মঞ্চ থেকে নীচে নামলে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, অখিল গগৈ (শিবসাগরের বিধায়ক তথা বামপন্থী রাইজর দলের সুপ্রিমো) বাঙালি বিদ্বেষী। অখিলকে কয়েকজন মানুষ চেনেন। অখিল গগৈয়ের পক্ষে বিজেপির ভোটারদের বিভ্রান্ত করা সহজ নয়।আজকের সমাবেশে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থানীয় নেতা ঋষিকেশ নন্দী, শশীবাবু সিনহা, অনিলকুমার ত্রিপাঠী, অন্তু বাল্মিকদাস, সঞ্জীব দেবনাথ, রীতা সিনহা প্রমুখ বহুজন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।